একক ৬৭ ❑ নারায়ণ গ োপাধ্যায় ঃ টোপ

গঠন

৬৭.১ উদ্দেশ্য

৬৭.২ প্রস্তাবনা

৬৭.৩ নারায়ণ গ োপাধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

৬৭.৪ মূলপাঠ ঃ টোপ

৬৭.৫ সারাংশ

৬৭.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

৬৭.৭ অনুশীলনী

৬৭.৮ উত্তরমালা

৬৭.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৬৭.১ উদ্দেশ্য

প্রতিভাধর কথা সাহিত্যিক নারায়ণ গ োপাধ্যায়ের গল্প পাঠকচিত্তকে চকিত ও বিস্মিত করেঙ্গ তাঁর প্রতিভার দীপ্তি নক্ষত্রের দ্যুতির মত ভাস্বরঙ্গ কাহিনী, বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা ও রসবৈচিত্র্যে তার গল্পে অসামান্য কৃতির স্বাক্ষর আছেঙ্গ তাঁর রচনার পরিবেশ ও পটভূমি — তরাই-ডুয়ার্সের শ্যামল বনানী, নিম্নব ের নদী মোহানা, নোনামাটির চরে নতুন গড়ে ওঠা উপনিবেশ সর্বত্র পরিব্যাপ্তঙ্গ পদ্মা-মেঘনা, আত্রাই-মহানন্দা, সম্রাট-শ্রেষ্ঠী সবই তাঁর গল্পে স্থান অধিকার করে আছেঙ্গ

'টোপ' গল্পে রামগ া স্টেটের রাজা বাহাদুর নিজে শিকারীর গৌরব প্রতিস্ঠায় আদিম হিংস্রতায় মানব-শিশুকে টোপ দিয়ে বাঘ শিকারেও পরান্মুখ ননঙ্গ গল্পের এই বিষয়বস্তু উপস্থাপনের দক্ষতায়, সমস্ত মনপ্রাণকে ভয়াল ভয়ঙ্কর এক অনুভূতিতে আলোড়িত করেঙ্গ এমন নৃশংস গল্প বাংলা সাহিত্যে বিরলঙ্গ গল্পটি পড়ে আপনি নারায়ণ গ োপাধ্যায়ের বিষয়-ভাবনা ও রূপসৃষ্টির অভাবনীয় কৃতির যে পরিচয় পাবেন তা হ'ল —

১) একদিকে প্রকৃতির অপরূপ লাবণ্য অপরদিকে এক আদিম আরণ্যক পরিবেষ্টনীর পরিচয় উভয় ক্ষেত্রেই লেখকের সমান দক্ষতাঙ্গ

২) গল্পটিতে দুটি ভিন্ন শ্রেণী চরিত্রের পরিচয় আছে, যথা — এক গল্প কথকের — তাঁর চরিত্রের মধ্যে মধ্যবিত্ত সুলভ দোলাচল চিত্তবৃত্তি অত্যন্ত প্রকটঙ্গ অপর চরিত্রটি বনেদী, অভিজাত বংশীয় রাজাবাহাদুর — যিনি মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী প্রতাপের দম্ভে বুঁদ তাঁর নৃশংস দানবমূর্তি টোপ-এর কাহিনীতে উঠে এসেছে লক্ষ্য করতে পারবেনঙ্গ

৩) লেখক গল্পটিতে হিউমার এবং স্যাটায়ারের ঠাস বুনুনিতে একটি নক্শা ধীরে ধীরে ফুটিয়েছেনঙ্গ রচনার ভাষায় গদ্য কবিতার স্পন্দন পাওয়া যায়ঙ্গ

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

৬৭.২ প্রস্তাবনা

নারায়ণ গোপাধ্যায়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্প টোপঙ্গ এই গল্পটি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনাপর্বেই যথেষ্ট খ্যাতি এনে দেওয়ায়, তিনি অনতিবিলম্বে গল্পকার হিসেবে মান্য ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছেঙ্গ 'টোপ' — বিষয়-ভাবনা ও রোমাঞ্চকর ঘটনার চমৎকারিত্বে সকলকে আকৃষ্ট করেছেঙ্গ এ গল্পের কাহিনী উপস্থাপনায় গল্পের কথক, শিকার-বিলাসী রাজা-বাহাদুর ও গহন গভীর অরণ্যের ভয়াল পরিবেশ একটি অদৃশ্য সূত্রে আবদ্ধঙ্গ কাহিনীটি বিশেষ বড় না হলেও, ঘটনার অভাবনীয়তায় ও বর্ণনায় সৌকর্যে সংহত ও দৃঢ়পিনদ্ধ রূপ পেয়েছেঙ্গ

টোপ গল্পের নাম ব্যঞ্জনাধর্মী ও সবিশেষ মর্মান্তিকঙ্গ রাজা বাহাদুরের শখ হোল শিকারঙ্গ আর সে শিকারের জন্য, ছাগশিশু নয়, একটি জীবন্ত মানব-শিশুকে ব্যবহার করার মধ্যে যে অ-মানবিক নিষ্ঠুর মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা ভয়ঙ্করঙ্গ বাঘ শিকারের জন্য এই হিংস্রতম আয়োজন কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সম্ভব কিনা তা ভাববার বিষয়ঙ্গ কিন্তু সত্য অনেক সময় কল্পনার চেয়েও অদ্ভুত হয়ঙ্গ

গল্পটিতে লেখক মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের রাজা-বাদ্‌শা-জমিদারদের বিকৃত খেয়ালি চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়ঙ্গ আরণ্য পরিবেশ ও ভাবমণ্ডল সৃষ্টিতে যে বর্ণনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে তা অসাধারণ শিল্পপ্রতিভার স্বাক্ষরঙ্গ গল্পটি লেখকের অসাধারণ শক্তিমত্তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তঙ্গ

৬৭.৩ নারায়ণ গোপাধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

নারায়ণ গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) 'নারায়ণ' নামে প্রখ্যাত হলেও তাঁর প্রকৃত নাম ছিল তারকনাথঙ্গ ঐ নামে পূর্বসূরী এক বিশিস্ট কথা সাহিত্যিক ছিলেন বলে ('স্বর্ণলতা' গ্রন্থের রচয়িতা), পোশাকী নামটির পরিবর্তে এই নামেই তিনি লিখতে শুরু করেন ছাত্র বয়স থেকেইঙ্গ পরিণত বয়সে 'সুনন্দ' এই ছদ্মনামেও তিনি 'দেশ' পত্রিকায় নিয়মিত একটি কলাম লিখেছেন বহুদিন ধরেঙ্গ জন্ম দিনাজপুরের বালিয়াডাঙিতেঙ্গ আদি বাস বরিশালেঙ্গ পুলিশ অফিসার বাবা প্রমথনাথের বদলির চাকরির সূত্রে বহু জায়গায় ঘুরতে হয়েছে নারায়ণকে তাঁর অল্পবয়সেঙ্গ দারোগা হওয়া সত্ত্বেও প্রমথনাথ ছিলেন অত্যন্ত সাহিত্যপ্রেমী মানুষ. এই পারিবারিক পরিপ্রেক্ষিতেই নারায়ণও সাহিত্যানুরাগী হয়ে উঠেছিলেন বাল্যকাল থেকেইঙ্গ তারই পরিণতি, সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হওয়াঙ্গ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রেকর্ড নম্বর পেয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেনঙ্গ জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজ এবং কলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে কাজ করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং বাকি জীবন সেই কাজেই অতিবাহিত করেনঙ্গ অধ্যাপক হিসেবে তাঁর মনীষা এবং বক্তা হিসেবে তাঁর বাচনরীতি প্রায় প্রবাদককল্প হয়ে উঠেছিল ছাত্রমহলেঙ্গ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. উপাধিও অর্জন করেন তিনিঙ্গ

নারায়ণ গোপাধ্যায়ের শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবন কাটে উত্তর ও পূর্ববে।র বিভিন্ন স্থানেঙ্গ এই সূত্রে তিনি বাংলার নিম্ন ও উত্তরবে।র নদনদী, পল্লীজনপদ, চা-বাগান ও আরণ্যক প্রকৃতির সে। ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হনঙ্গ তাঁর গল্পে উপন্যাসে এর প্রতিফলন আছেঙ্গ সৃষ্টিশীল সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি প্রতিভায় যেমন স্বাক্ষর রেখেছেন, তেমনি সমালোচক ও সাংবাদিক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছলঙ্গ 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় তিনি ছদ্মনামে 'সুনন্দর জার্নাল' লিখতেনঙ্গ

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

স্কুলছাত্র-থাকা অবস্থাতেই সাহিত্যচর্চার সূত্রপাতঙ্গ সারাজীবনে প্রায় পনেরো-ষোলোটি উপন্যাস এবং তেরোটি গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেনঙ্গ মোট গল্পের সংখ্যা একশ উনিশটিঙ্গ এগারো খণ্ডে তাঁর রচনাবলী পরবর্তীকালে সংকলিত হয়েছেঙ্গ ছোটদের লেখাতেও তাঁর খ্যাতি সুপ্রচুরঙ্গ তাঁর রূপায়িত টেনিদা অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং টাইপ চরিণত্র, বিশেষ করে কিশোর পাঠকদের কাছেঙ্গ

বিখ্যাত উপন্যাস হল এইগুলি — 'উপনিবেশ'; 'পদসঞ্চার'; 'বিদূষক'; 'অমাবস্যা'র গান'; 'কাচের দরজা' আর গল্প সংকলনের মধ্যে 'বীতংস', 'কালাবদর', 'গন্ধরাজ', 'ছায়াতরী', 'বনজ্যোৎস্না' অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছেঙ্গ এই 'টোপ' গল্পটি 'কালাবদর' সংকলনের অন্তর্গতঙ্গ তাঁর লেখার মূল উপজীব্যগুলি হল ইতিহাস চেতনা, সমাজভাবনা, ব্যক্তিমানুষের মনোবিশ্লেষণঙ্গ সরস অথচ ঋজু গদ্যশৈলী তাঁর রচনাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে বলে সমালোচকরা মনে করেছেনঙ্গ

৬৭.৪ মূলপাঠ ঃ টোপ

সকালে একটা পার্সেল এসে পৌঁছেছেঙ্গ খুলে দেখি একজোড়া জুতোঙ্গ

না, শত্রুপক্ষের কাজ নয়ঙ্গ একজোড়া পুরোনো ছেঁড়া জুতো পাঠিয়ে আমার সে। রসিকতার চেষ্টাও করেনি কেউঙ্গ চমৎকার ঝকঝকে বাঘের চামড়ার নতুন চটিঙ্গ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, পায়ে দিতে লজ্জা বোধ হয় দস্তুরমতোঙ্গ ইচ্ছে করে বিছানায় শুইয়ে রাখিঙ্গ

কিন্তু জুতোজোড়া পাঠাল কে? কোথাও অর্ডার দিয়েছিলাম বলেও তো মনে পড়ছে নাঙ্গ আর বন্ধুদের সব কটাকেই তো চিনি, বিনামূল্যে এমন একজোড়া জুতো পাঠাবার মতো দরাজ মেজাজ এবং ট্যাক কারো আছে বলেও জানি নাঙ্গ তাহলে ব্যাপারটা কি?

খুব আশ্চর্য হব কিনা ভাবছি, এমন সময়, একখানা সবুজ রঙের কার্ড চোখে পড়লঙ্গ উইথ্ বেস্ট্ কমপ্লিমেন্টস্ অব রাজাবাহাদুর এন: আর চৌধুরী, রামগ।। এস্টেট্ঙ্গ

আর তখনি মনে পড়ে গেলঙ্গ মনে পড়ল আট মাস আগেকার এক আরণ্যক ইতিহাস, একটি বিচিত্র শিকারকাহিনীঙ্গ

রাজাবাহাদুরের সে। আলাপের ইতিহাসটা ঘোলাটে, সূত্রগুলো এলোমেলোঙ্গ যতদূর মনে হয়, আমার এক সহপাঠী তাঁর এস্টেটে চাকরি করতঙ্গ তারই যোগাযোগে রাজাবাহাদুরের এক জন্মবাসরে আমি একটা কাব্য-সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলামঙ্গ ঈশ্বর গুপ্তের অনুপ্রাস চুরি করে যে প্রশস্তি রচনা করেছিলাম তার দুটো একটা লাইন এই রকম ঃ

ত্রিভুবন প্রভা কর ওহে প্রভাকর,
গুণবান্ মহীয়ান্ হে রাজেন্দ্রবরঙ্গ
ভূতলে অতুল কীর্তি রামচন্দ্র সম—
অরাতিদমন ওহে তুমি নিরুমপঙ্গ

কাব্যচর্চার ফলাফল হল একেবারে নগদ নগদঙ্গ পড়েছি — আকবরের সভাসদ আবদুর রহিম খানখানান

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

হিন্দী কবি গ।ের চার লাইন কবিতা শুনে চার লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেনঙ্গ দেখলাম যে নবাবী মেজাজের ঐতিহ্যটা গুণমান মহীয়ান অরাতিদমন মহারাজ এখানো বজায় রেখেছেনঙ্গ আমার মতো দীনাতিদীনের ওপরেও রাজদৃষ্টি পড়ল, তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, প্রায়ই চা খাওয়াতে লাগলেন, তারপর সামান্য একটা উপলক্ষ্য করে দামী একটা সোনার হাতঘড়ি উপহার দিয়ে বসলেন এক সময়েঙ্গ সেই থেকে রাজাবাহাদুর সম্পর্কে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে আছি আমিঙ্গ নিছক কবিতা মেলাবার জন্যে যে বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছিলাম, এখন সেগুলোকেই মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিঙ্গ

রাজাবাহদুরকে আমি শ্রদ্ধা করিঙ্গ আর গুণগ্রাহী লোককে শ্রদ্ধা করাই তো স্বাভাবিকঙ্গ বন্ধুরা বলে, মোসাহেবঙ্গ কিন্তু আমি জানি ওটা নছক গায়ের জ্বালা, আমার সৌভাগ্যে ওদের ঈর্ষাঙ্গ তা আমি পরোয়া করি নাঙ্গ নৌকো বাধতে হলে বড় গাছ দেখে বাঁধাই ভালো, অন্তত ছোটখাটো ঝড়-ঝাপটার আঘাতে সম্পূর্ণ নিরাপদঙ্গ

তাই মাস আষ্টেক আগে রাজাবাহাদুর যখন শিকারে তাঁর সহযাত্রী হওয়ার জন্যে আমাকে নিমন্ত্রণ জানালেন, তখন তা অঅমি ঠেলতে পারলাম নাঙ্গ কলকাতার সমস্ত কাজকর্ম ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে পড়া গেলঙ্গ তাছাড়া গোরা সৈন্যদের মাঝে মাঝে রাইফেল উঁচিয়ে শকুন মারতে দেখা ছাড়া শিকার সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণাই নেই আমারঙ্গ সেদিক থেকেও মনের ভেতরে গভীর এবং নিবিড় একটা প্রলোভন ছিলঙ্গ

জ।লের ভেতর ছোট একটা রেললাইনে আরো ছোট একটা স্টেশনে গাড়ি থামলঙ্গ নামবার সে। সে। সোনালী তকমা আঁটা ঝকঝকে পোশাক পরা আর্দালি এসে সেলাম দিল আমাকেঙ্গ বললে — হুজুর, চলুনঙ্গ

স্টেশনের বাইরে মেটে রাস্তায় দেখি মস্ত একখানা গাড়ি — যার পুরো নাম রোলস্ রয়েস, সংক্ষেপে যাকে বলে 'রোজ'ঙ্গ তা 'রোজ'ই বটেঙ্গ মাটিতে চলল, না রাজ হাঁসের মতো হাওয়ায় ভেসে গেল সেটা ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলাম নাঙ্গ চামড়ার খট্‌খটে গদী নয়, লাল মখমলের কুশনঙ্গ হেলান দিতে সংকোচ হয়, পাছে মাথা সস্তা নারকেল তেলের দাগ ধরে যায়ঙ্গ আর বসবার সে। সে।ই মনে হয় — সমস্ত পৃথিবীটা চাকার নিচে মাটির ডেলার মতো গুঁড়িয়ে যাক — আমি এখানে সুখে এবং নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারিঙ্গ

হাঁসের মতো ভেসে চলল 'রোজ'ঙ্গ মেটে রাস্তায় চলেছে অথচ এতটুকু ঝাঁকুনি নেইঙ্গ ইচ্ছে হল একবার ঘাড় বার করে দেখি গাড়িটা ঠিক মাটি দিয়েই চলেছে, না দুহাত ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে ওর চাকাগুলোঙ্গ

পথের দুপাশে তখন নতুন একটা জগতের ছবিঙ্গ সবুজ শালবনের আড়ালে আড়ালে চা-বাগানের বিস্তার, চকচকে উজ্জ্বল পাতার শান্ত, শ্যামল সমুদ্রঙ্গ দূরে আকাশের গায়ে কালো পাহাড়ের রেখাঙ্গ

ক্রমশ চা-বাগান শেষ হয়ে এল, পথের দুপাশে ঘন হয়ে দেখা দিতে লাগল অবিচ্ছিন্ন শালবনঙ্গ একজন আর্দালি জানাল, হুজুর, ফরেস্ট এসে পড়েছেঙ্গ

ফরেস্টই বটে! পথের ওপর থেকে সূর্যের আলো সরে গেছে, এখন শুধু শান্ত আর বিষণ্ণ ছায়াঙ্গ রাত্রির শিশির এখনও ভিজিয়ে রেখেছে পথটাকেঙ্গ 'রোজে'র নিঃশব্দ চাকার নিচে মড়মড় করে সাড়া তুলছে শুকনো শালের পাতাঙ্গ বাতাসে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মতো শালের ফুল ঝরে পড়ছে পথের পাশে, উড়ে আসছে গায়েঙ্গ কোথা থেকে চকিতের জন্যে ময়ূরের তীক্ষ্ণ চীৎকার ভেসে এলঙ্গ দুপাশে নিবিড় শালের বন, কোথাও কোথাও ভেতর দিয়ে খানিকটা খানিকটা দৃষ্টি চলে, কখনো কখনো বুনো ঝোপে আচ্ছন্নঙ্গ মাঝে মাঝে এক এক টুকরো

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

কাঠের গায়ে লেখা ১৯৩৫, ১৯৪০ঙ্গ মানুষ বনকে শুধু উচ্ছন্ন করতে চায় না, তাকে বাড়াতে চায়ঙ্গ এইসব প্লটে বিভিন্ন সময়ে নতুন করে শালের চারা রোপণ করা হয়েছে, এ তারই নির্দেশঙ্গ

বনের রূপ দেখতে দেখতে চলেছিঙ্গ মাঝে মাঝে ভয়ও যে না করছিল এমন নয়ঙ্গ এই ঘন জ।লের মধ্যে হঠাৎ যদি গাড়ির এঞ্জিন খারাপ হয়ে যায়, আর তাকে বুঝে যদি লাফ মারে একটা বুনো জানোয়ার তা হলে ঃ

তা হলে পকেটের ফাউন্টেন পেনটা ছাড়া আত্মরক্ষার আর কোন অস্ত্রই স.ে নেইঙ্গ

শেষটায় আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসলাম — হাঁরে, এখানে বাঘ আছে?

ওরা অনুকম্পার হাসি হাসলঙ্গ

— হাঁ, হুজুরঙ্গ

— ভালুক?

রাজা-রাজড়ার সহবৎ, কাজেই যতটুকু জিজ্ঞাসা করব ঠিক ততটুকুই উত্তরঙ্গ ওরা বলল — হাঁ হুজুরঙ্গ

— অজগর সাপ?

জী মালিকঙ্গ

প্রশ্ন করবার উৎসাহ ওই পর্যন্তই এসে থেমে গেল আমারঙ্গ যে রকম দ্রুত উত্তর দিয়ে যাচ্ছে তাতে কোনো প্রশ্নই যে 'না' বলে আমাকে আশ্বস্ত করবে এমন তো মনে হচ্ছে নাঙ্গ যতদূর মনে হচ্ছিল গরিলা, হিপোপোটেমাস, ভ্যাম্পায়ার কোনো কিছুই বাকি নেই এখানেঙ্গ জুলু কিংবা ফিলিপিনোরও এখানে বিষাক্ত ব্যুমেরাং বাগিয়ে আছে কিনা এবং মানুষ পেলে তার বেগুণপোড়া করে খেতে ভালোবাসে কিনা এজাতীয় একটা কুটিল জিজ্ঞাসাও আমার মনে জেগে উঠেছে ততক্ষণেঙ্গ কিন্তু নিজেকে সামলে নিলামঙ্গ

খানিকটা আসতেই গাড়িটা ঘস্ ঘস করে ব্রেক করল একটাঙ্গ আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম — কিরে, বাঘ নাকিঙ্গ

আর্দালিরা মুচকি হাসল — না হুজুর, এসে পড়েছিঙ্গ

ভালো করে তাকিয়ে দেখি, সত্যিই তোঙ্গ এসে পড়েছি সন্দেহ নেইঙ্গ পথের বাঁ দিকে ঘন শালবনের ভেতরে একটুখানি ফাঁকা জমিঙ্গ সেখানে কাঠের তৈরী বাংলো প্যাটার্নের একখানি দোতলা বাড়িঙ্গ এই নিবিড় জ।লের ভেতরে যেমন আকস্মিক, তেমনি অপ্রত্যাশিতঙ্গ

গাড়ির শব্দে বাড়িটার ভেতর থেকে দু-তিন জন চাপরাশী বেরিয়ে এল ব্যতিব্যস্ত হয়েঙ্গ এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এবার দেখলাম বাড়ির সামনে চওড়া একটি গড়খাই কাটাঙ্গ লোকগুলো ধরাধরি করে মস্ত বড় একফালি কাঠ খাদটার ওপরে সাঁকোর মতো বিছিয়ে দিলঙ্গ তারই ওপর দিয়ে গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল রাজাবাহাদুর এন, আর চৌধুরীর হান্টিং বাংলোর সামনেঙ্গ

আরে, আরে কী সৌভাগ্য! রাজাবাহাদুর যে স্বয়ং এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছেন আমার অপেক্ষায়ঙ্গ এক গাল হেসে বললেন, আসুন, আসুন, আপনার জন্য আমি এখানো চা পর্যন্ত খাইনিঙ্গ

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

শ্রদ্ধায় আর বিনয়ে আমার মাথা নিচু হয়ে গেলঙ্গ মুখে কথা জোগাল না, শুধু বেকুবের মতো কৃতার্থের হাসি হাসলাম একগালঙ্গ

রাজাবাহাদুর বললেন — এত কষ্ট করে আপনি যে আসবেন সে ভাবতেই পারিনিঙ্গ বড় আনন্দ হল, ভারি আনন্দ হলঙ্গ চলুন চলুন ওপরে চলুনঙ্গ

এত গুণ না থাকলে কি আর রাজা হয়ঙ্গ একেই বলে রাজোচিত বিনয়ঙ্গ

রাজাবাহাদুর বললেন — আগে স্নান করে রিফ্রেশড হয়ে আসুন, টি ইজ গেটিং রেডিঙ্গ বোয়, সাহাবক্যে গোসলখানামে লে যাওঙ্গ

চল্লিশ বছরের দাড়িওয়ালা বয় নিঃসন্দেহে বাঙালীঙ্গ তবু হিন্দী করে হুকুমটা দিলেন রাজাবাহাদুর, কারণ ওটাই রাজকীয় দস্তুরঙ্গ বয় আমাকে গোসলখানায় নিয়ে গেলঙ্গ

আশ্চর্য, এই জ।লের ভেতরেও এত নিখুঁত আয়োজনঙ্গ এমন একটা বাথরুমে জীবনে আমি স্নান করিনিঙ্গ ব্রাকেটে তিন চারখান, সদ্য-পাট-ভাঙা নতুন তোয়ালে, তিনটে দামী সোপ, কেসে তিনি রকমের নতুন সাবান, র‍্যাকে দামী দামী তেল, লাইমজুসঙ্গ অতিকায় বাথটাব — ওপরে ঝাঁঝরিঙ্গ নিচে টিউব ওয়েল থেকে পাম্প করে এখানে ধারাস্নানের ব্যবস্থাঙ্গ একেবারে রাজকীয় কারবার — কে বলবে এটা কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেল নয়ঙ্গ

স্নান হয়ে গেলঙ্গ ব্রাকেটে ধোপদুরস্ত ফরাসডাঙার ধুতি, সিলকের লুি, আদ্দির পাজামাঙ্গ দামের দিক থেকে পাজামাটাই সস্তা মনে হল, তাই পরে নিলামঙ্গ

বয় বাইরেই দাঁড়িয়েছিল, নিয়ে গেল ড্রেসিং রুমেঙ্গ ঘরজোড়া আয়না, পৃথিবীর যা কিছু প্রসাধনের জিনিস কিছু আর বাকি নেই এখানেঙ্গ

ড্রেসিং রুম থেকে বেরুতে সোজা ডাক পড়ল রাজাবাহাদুরের লাউঞ্জেঙ্গ রাজাবাহাদুর একখানা চেয়ারে চিত হয়ে শুয়ে ম্যানিলা চুরুট খাচ্ছিলেনঙ্গ বললেন, আসুন চা তৈরীঙ্গ

চায়ের বর্ণনা না করাই ভালোঙ্গ চা, কফি, কোকো; ওভ্যালটিন, রুটি, মাখন, পনির, চর্বিতে জমাট ঠাণ্ডা মাংসঙ্গ কলা থেকে আরম্ভ করে পিচ্ পর্যন্ত প্রায় দশ রকমের ফলঙ্গ

সেই গন্ধমাদন থেকে যা পারি গোগ্রাসে গিয়ে চললাম আমিঙ্গ রাজাবাহাদুর কখনো এক টুকরো রুটি খেলেন, কখনো একটা ফলঙ্গ অর্থাৎ কিছুই খেলেন না, শুধু পর পর কাপ তিনেক চা ছাড়াঙ্গ তারপর আর একট চুরুট ধরিয়ে বললেন — একবার জানালা দিয়ে চেয়ে দেখুনঙ্গ

দেখলামঙ্গ প্রকৃতির এখন অপূর্ব রূপ জীবনে আর দেখিনিঙ্গ ঠিক জানালার নিচেই মাটিটা খাড়া তিন চারশো ফুট নেমে গেছে, বাড়িটা যেন ঝুলে আছে সেই রাক্ষুষে শূন্যতার ওপরেঙ্গ তলায় দেখা যাচ্ছে ঘন জ।ল, তার মাঝ দিয়ে পাহাড়ী নদীর একটা সঙ্কীর্ণ নীলোজ্জ্বল রেখাঙ্গ যতদূর দেখা যায়, বিস্তীর্ণ অরণ্য চলেছে প্রসারিত হয়ে; তার সীমান্তে নীল পাহাড়ের প্রহরাঙ্গ

আমার মুখ দিয়ে বেরুল — চমৎকারঙ্গ

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

রাজাবাহাদুর বললেন — রাইট্ঙ্গ আপনারা কবি মানু, আপনাদের তো ভালো লাগবেইঙ্গ আমারই মাঝে মাঝে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে মশাইঙ্গ কিন্তু নিচের এই যে জ।লটি দেখতে পাচ্ছেন ওটি বড় সুবিধের জায়গা নয়ঙ্গ টেরাইয়ের ওয়ান্ অব দি ফিয়ার্সেস্ট্ ফরেস্টসঙ্গ একেবারে প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার রাজত্বঙ্গ

আমি সভয়ে জ।লটার দিকে তাকালামঙ্গ ওয়ান অব দি ফিয়ার্সেস্টঙ্গ কিন্তু ভয় পাওয়ার মতো কিছু তো দেখতে পাচ্ছি নাঙ্গ চারশো ফুট নীচে ওই অতিকায় জ।টাকে একটা নিরবচ্ছিন্ন বেঁটে গাছের ঝোপ বলে মনে হচ্ছে, নদীর রেখাটাকে দেখাচ্ছে উজ্জ্বল একখানা পাতের মতোঙ্গ আশ্চর্য সবুজ, আশ্চর্য সুন্দরঙ্গ অফুরন্ত রোদে ঝলমল করছে অফুরন্ত প্রকৃতি — পাহাড়টা যেন গ্যা নীল রং দিয়ে আঁকাঙ্গ মনে হয় ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে ওই স্তব্ধ গম্ভীর অরণ্য যেন আদর করে বুকে টেনে নেবে রাশি রাশি পাতার একটা নরম বিছানার ওপরেঙ্গ অথচ —

আমি বললাম — ওখানেই শিকার করবেন নাকি?

— ক্ষেপেছেন, নামব কী করেঙ্গ দেখছেন তো, পেছনে চারশো ফুট খাড়া পাহাড়ঙ্গ আজ পর্যন্ত ওখানে কোনো শিকারীর বন্দুক গিয়ে পৌঁছোয়নিঙ্গ তবে হ্যাঁ, ঠিক শিকার করি না বটে, আমি মাঝে মাঝে মাছ ধরি ওখান থেকেঙ্গ

— মাছ ধরেন! — আমি হাঁ করলাম ঃ মাছ ধরেন কি রকম? ওই নদী থেকে নাকি?

— সেটা ক্রমশ প্রকাশ্যঙ্গ দরকার হলে পরে দেখতে পাবেন — রাজাবাহাদুর রহস্যময় ভাবে মুখ টিপে হাসলেন ঃ আপাতত শিকারের আয়োজন করা যাক, কিছু না জুটলে মাছের চেষ্টাই করা যাবেঙ্গ তবে ভালো টোপ ছাড়া আমার পছন্দ হয় না, আর তাতে অনেক হা।মঙ্গ

— কিছু বুঝতে পারছি নাঙ্গ

রাজাবাহাদুর জবাব দিলেন না, শুধু হাসলেনঙ্গ তারপর ম্যানিলা চুরুটের খানিকটা সুগন্ধি ধোঁয়া ছড়িয়ে বললেন — আপনি রাইফেল ছুঁড়তে জানেন?

বুঝলাম, কথাটাকে চাপা দিতে চাইছেনঙ্গ সে। সে। জিহ্বাকে দমন করে ফেললাম আমি, এর পরে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাটা স।ত হবে না, শোভনও নয়ঙ্গ সেটা কোর্ট-ম্যানারের বিরোধীঙ্গ

রাজাবাহাদুর আবার বললেন — রাইফেল ছুঁড়তে পারেন?

বললাম — ছেলেবেলায় এয়ার গান ছুঁড়েছিঙ্গ

রাজাবাহাদুর হেসে উঠলেন — তা বটেঙ্গ আপনারা কবি মানুষ, ওসব অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপার আপনাদের মানায় নাঙ্গ আমি অবশ্য বারো বছর বয়সেই রাইফেল হাতে তুলে নিয়েছিলামঙ্গ আপনি চেষ্টা করে দেখুন না, কিছু শক্ত ব্যাপার নয়ঙ্গ

উঠে দাঁড়ালেন রাজাবাহাদুরঙ্গ ঘরের একদিকে এগিয়ে গেলেনঙ্গ তাঁকে অনুসরণ করে আমি দেখলাম — এ শুধু লাউঞ্জ নয়, রীতিমতো একটা ন্যাচারাল মিউজিয়াম এবং অস্ত্রাগারঙ্গ খাওয়ার টেবিলেই নিমগ্ন ছিলাম বলে এতক্ষণ দেখতে পাইনি, নইলে এর আগেই চোখে পড়া উচিত ছিলঙ্গ

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

চারিদিকে সারি সারি নানা আকারের আগ্নেযাস্ত্রঙ্গ গোটাচারেক রাইফেল, ছোট বড় নানা রকম চেহারাঙ্গ একটা হুকের সে। খাপে আঁটা এক জোড়া রিভলভার ঝুলছে, তার পাশেই দুলছে খোলা একখানা লম্বা শেফিল্ডের তরোয়াল — সূর্যের আলোর মতো তার ফলার নিষ্কলঙ্ক রঙঙ্গ মোটা চামড়ায় বেল্‌টে ঝকঝকে পেতলের কার্তুজ — রাইফেলের, রিভলভারেরঙ্গ জরিদার খাপে খানতিনের নেপালী ভোজালীঙ্গ আর দেওয়ালের গায়ে হরিণের মাথা, ভালুকের মুখ, নানা রকমের চামড়া — বাঘের, সাপের, হরিণের, গো-সাপেরঙ্গ একটা টেবিলে অতিকায় হাতীর মাথা — দুটো বড় বড় দাঁত এগিয়ে আছে সামনের দিকেঙ্গ বুঝলাম — এরা রাজাবাহাদুরের বীর কীর্তির নিদর্শনঙ্গ

ছোট একটা রাইফেল তুলে নিয়ে রাজাবাহাদুর বললেন — একটা লাইট জিনিসঙ্গ তবে ভালো রিপিটার; অনায়াসে বড় বড় জানোয়ার ঘায়েল করতে পারেনঙ্গ

আমার কাছে অবশ্য সবই সমানঙ্গ লাইট রিপিটার যা, হাউইট-জার কামানও তাই; তবু সৌজন্যরক্ষার জন্যে বলতে হল — বাঃ, তবে তো চমৎকার জিনিসঙ্গ

রাজাবাহাদুর রাইফেলটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে; তা হলে চেষ্টা করুনঙ্গ লোড করাই আছে, ছুঁ,ন ওই জানালা দিয়েঙ্গ

আমি সভয়ে তিন পা পেছিয়ে গেলামঙ্গ জীবনে বেকুবি অনেক করেছি, কিন্তু তার পরিমাণটা বাড়াতে আর প্রস্তুত নইঙ্গ যুদ্ধ-ফেরৎ এক বন্ধুর মুখে তাঁর রাইফেল ছোঁড়ার প্রথম অভিজ্ঞতা শুনেছিলাম — পড়ে গিয়ে পা ভেঙে নাকি তাঁকে একমাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিলঙ্গ নিজেকে যতদূর জানি — আমার ফাঁড়া শুধু পা ভাঙার ওপর দিয়েই কাটবে বলে মনে হয় নাঙ্গ

বললাম — ওটা এখন থাক, পরে হবে না হয়ঙ্গ

রাজাবাহাদুর মৃদু কৌতুকের হাসি হাসলেনঙ্গ বললেন, এখন ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু একবার ধরতে শিখলে আর ছাড়তে চাইবেন নাঙ্গ হাতে থাকলে বুঝবেন কতবড় শক্তিমান আপনিঙ্গ ইউ ক্যান ইজিলি ফেস অল দ্য রাস্কেলস্‌ অব্‌ — অব্‌ —

হঠাৎ তাঁর চোখ ঝকঝক করে উঠলঙ্গ মৃদু হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে শক্ত হয়ে উঠলো মুখের পেশীগুলো ঃ অ্যাণ্ড এ রাইভ্যাল —

মুহূর্তে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল আমারঙ্গ রাজাবাহাদুরের দুচোখে বন্য হিংসা, রাইফেলটা এমন শক্ত মুঠিতে বাগিয়ে ধরেছেন যে সামনে কাউকে গুলি করবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন তিনিঙ্গ উত্তেজনার ঝোঁকে আমাকে যদি লক্ষ্যভেদ করে বসেন তা হলে —

আতঙ্কে দেওয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম আমিঙ্গ কিন্তু ততক্ষণে মেঘ কেটে গেছে — রাজা-রাজড়ার মেজাজঙ্গ রাজাবাহাদুর হাসলেনঙ্গ

— ওয়েল, পরে আপনাকে তালিম দেওয়া যাবেঙ্গ সবই তো রয়েছে, যেটা খুসী আপনি ট্রাই করতে পারেনঙ্গ চলুন, এখন বারান্দায় গিয়ে বসা যাক, লেটস্‌ হ্যাভ সাম এনার্জিঙ্গ

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

প্রাতরাশেই প্রায় বিন্ধ্যপর্বত উদরাৎ করা হয়েছে, আর কী হবে এনার্জি সঞ্চিত হবে বোঝা শক্তঙ্গ কিন্তু কথাটা বলেই রাজাবাহাদুর বাইরের বারান্দায় দিকে পা বাড়িয়েছেনঙ্গ সুতরাং আমাকেও পিছু নিতে হলঙ্গ

বাইরে বারান্দায় বেতের চেয়ার, বেতের টেবিলঙ্গ এখানে ঢোকবার পরে এত বিচিত্র রকমের আসনে বসছি যে আমি প্রায় নার্ভাস হয়ে উঠেছিঙ্গ তবু যেন বেতের চেয়ারে বসতে পেরে খানিকটা সহজ অন্তর।তা অনুভব করা গেলঙ্গ এটা অন্তত চেনা জিনিসঙ্গ

আর বসবার সে। সে।ই বোঝা গেল এনার্জি কথাটার আসল তাৎপর্য কীঙ্গ বেয়ারা তৈরীই ছিল, ট্রেতে করে একটি ফেনিল গ্লাস সামনে এনে রাখল — অ্যালকোহলের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে গেল বাতাসেঙ্গ

রাজাবাহাদুর স্মিত হাস্যে বললেন — চলবে?

সবিনয়ে জানালাম, নাঙ্গ

— তবে বিয়ার আনবে? একেবারে মেয়েদের ড্রিঙ্ক! নেশা হবে নাঙ্গ

— নাঃ থাকঙ্গ অভ্যেস নেই কোনোদিনঙ্গ

— হুঁঃ, গুড কণ্ডাক্টের প্রাইজ পাওয়া ছেলেঙ্গ রাজাবাহাদুরের সুরে অনুকম্পার আভাস ঃ আমি কিন্তু চৌদ্দ বছর বয়সেই প্রথম ড্রিঙ্ক ধরিঙ্গ

রাজা-রাজড়ার ব্যাপার — সবই অলৌকিকঙ্গ জন্মাবার সে। সে।ই কেউটের বাচ্চাঙ্গ সুতরাং মন্তব্য অনাবশ্যকঙ্গ ট্রে বারবার যাতয়াত করতে লাগল; রাজাবাহাদুরের প্রখর উজ্জ্বল চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে এল ক্রমশ, ফর্সা গাল গোলাপী রং ধরলঙ্গ হঠাৎ অসুস্থ দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকালেনঙ্গ

— আচ্ছা বলতে পারেন, আপনি রাজা নন কেন?

এরকম একটা প্রশ্ন করলে বোকার মতো দাঁত বের করে থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর নেইঙ্গ আমিও তাই করলামঙ্গ

— বলতে পারলেন না?

— নাঙ্গ

— আপনি মানুষ মারতে পারেন?

— এ আবার কী রকম কথাঙ্গ আমার আতঙ্ক জাগলঙ্গ

— নাঙ্গ

— তা হলে বলতে পারবেন নাঙ্গ ইউ আর অ্যাবসোলিউটলি হোপলেসঙ্গ

উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে পা বাড়ালেন রাজাবাহাদুরঙ্গ বলে গেলন ঃ আই পিটি ইউঙ্গ

বুঝলাম নেশাটা বেশ চড়েছেঙ্গ আমি আর কথা বাড়ালাম না, চুপ করে বসে রইলাম সেখানেইঙ্গ খানিক পরেই ঘরের ভেতরে নাক ডাকার শব্দঙ্গ তাকিয়ে দেখি তাঁর লাউঞ্জের সেই চেয়ারটায় হাঁ করে ঘুমুচ্ছেন রাজাবাহাদুর, মুখের কাছে কতকগুলো মাছি উড়ছে ভনভন করেঙ্গ

★ ★ ★

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

সেই দিন রাত্রেই শিকারের প্রথম অভিজ্ঞতা

জ।লের ভেতর বসে আমি মোটরেঙ্গ দুটো তীব্র হেড-লাইটের আলো পড়েছে সামনের সঙ্কীর্ণ পথে আর দুধারের শাল বনেঙ্গ ওই আলোক-রেখার বাইরে অবশিষ্ট জ।লটায় যেন প্রেত-পুরীর জমাট অন্ধকারঙ্গ রাত্রির তমসায় আদিম হিংসা সজাগ হয়ে উঠেছে চারদিকে — অনুভব করছি সমস্ত স্নায়ু দিয়েঙ্গ এখানে হাতীর পাল ঘুরছে দুরের কোন পাহাড়ের পাথর গুঁড়িয়ে, গুঁড়িয়ে, ঝোপের ভেতরে অজগর প্রতীক্ষা করে আছে অসতর্ক শিকারের আশায়, আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় উৎকর্ণ হয়ে আছে হরিণের পাল আর কোনো একটা খাদের ভেতরে জলজ্বল করছে ক্ষুধার্ত বাঘের চোখঙ্গ কালো রাত্রিতে জেগে রয়েছে কালো অরণ্যের প্রাথমিক জীবনঙ্গ

রোমাঞ্চিত ভীত প্রতীক্ষায় চুপ করে বসে আছি মোটরের মধ্যেঙ্গ কিন্তু হিংসার রাজত্ব শালবন ডুবে আছে একটা আশ্চর্য স্তব্ধতায়ঙ্গ শুধু কানের কাছে অবিশ্রান্ত মশার গুঞ্জন ছাড়া আর কোনো শব্দ নেইঙ্গ মাঝে মাঝে অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে — শালের পাতায় উঠছে এক একটা মৃদু মর্মরঙ্গ আর কখনো কখনো ডাকছে বনমুরগী, ঘুমের মধ্যে পাখা ঝাপটাচ্ছে ময়ূরঙ্গ মনে হচ্ছে এই গভীর ভয়ঙ্কর অরণ্যের ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলো যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে একটা নশ্চিন্ত কোনো মুহূর্তেরই প্রতীক্ষা করে আছেঙ্গ

আমরাও প্রতীক্ষা করে আছিঙ্গ মোটরের মধ্যে নিঃসাড় হয়ে বসে আছি আমরা — একটি কথাও বলবার উপায় নেইঙ্গ রাইফেলের একটা ঝকঝকে নল এঞ্জিনের পাশে বাড়িয়ে দিয়ে শিকারী বাঘের মতোই তাকিয়ে আছেন রাজাবাহাদুরঙ্গ চোখদুটো উদগ্র প্রখর হয়ে আছে হেড লাইটের তীব্র আলোক রেখাটার দিকে, একটা জানোয়ার ওই রেখাটা পেরুবার দুঃসাহস করলেই রাইফেল গর্জন করে উঠবেঙ্গ

কিন্তু জ।লে সেই আশ্চর্য স্তব্ধতাঙ্গ অরণয যেন আজ রাত্রে বিশ্রাম করছে, একটি রাত্রের জন্যে ক্লান্ত হয়ে জানোয়ারগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে খাদের ভেতরে, রোগের আড়ালেঙ্গ কেটে চলেছে মন্থর সময়ঙ্গ রাজাবাহাদুরের হাতের রেডিয়াম ডায়াল ঘড়িটা একটা সবুজ চোখের মতো জ্বলছে, রাত দেড়টা পেরিয়ে গেছেঙ্গ ক্রমশ উসখুস করছেন উৎকর্ণ রাজাবাহাদুরঙ্গ

— নাঃ হোপলেসঙ্গ আজ আর পাওয়া যাবে নাঙ্গ

বহুদূর থেকে একটা তীব্র গম্ভীর শব্দী হাতীর ডাকঙ্গ ময়ুরের পাখা ঝাপটানি চলছে মাঝে মাঝেঙ্গ এক ফাঁকে একটা প্যাঁচা চেঁচিয়ে উঠল, রাত্রি ঘোষণা করে গেল শেয়ালের দলঙ্গ কিন্তু কোথায় বাঘ, কোথায় বা ভালুক? অন্ধকার বনের মধ্যে দ্রুত কতকগুলো ছুটন্ত খুরের আওয়াজ — পালিয়ে গেল হরিণের পালঙ্গ

কিন্তু কোনো ছায়া পড়ছে না আলোকবৃত্তের ভেতরেঙ্গ মশার কামড় যেন অসহ্য হয়ে উঠছেঙ্গ

— বৃথাই গেল রাতটাঙ্গ — রাজাবাহাদুরের কণ্ঠস্বরে পৃথিবীর সমস্ত বিরক্তি ভে।ে পড়ল ঃ ডেভিল্ লাকঙ্গ সীটের পাশ থেকে একটা ফ্লাস্ক তুলে নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে ঢাললেন গলাতে, ছড়িয়ে পড়ল হুইস্কির উগ্র উত্তপ্ত গন্ধঙ্গ

— থ্যাঙ্ক হেভন্স্ঙ্গ — রাজাবাহাদুর হঠাৎ নড়ে বসলেন চকিত হয়েঙ্গ নক্ষত্রবেগে হাতটা চলে গেল রাইফেলের ট্রিগারেঙ্গ শিকার এসে পড়েছেঙ্গ

আমিও দেখলামঙ্গ বহুদূরে আলোর রেখাটার ভেতরে কী একটা জানোয়ার দাড়িয়ে পড়েছে স্থির হয়েঙ্গ এমন

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

একটা জোরালো আলো চোখে পড়াতে কেমন দিশেহারা হয়ে গেছে, তাকিয়ে আছে এই দিকেইঙ্গ দুটো প্রদীপের আলোর মতো ঝিক ঝিক করছে তার চোখঙ্গ

ড্রাইভার বললে — হায়নাঙ্গ

— ড্যাম — রাইফেল থেকে হাত সরিয়ে নিলেন রাজাবাহাদুর, কিন্তু পর মুহূর্তেই চাপা উত্তেজিত গলায় বললেন — থাক, আজ ছুঁচোই মারবঙ্গ

দুম করে রাইফেল গর্জন করে উঠলঙ্গ কানে তালা ধরে গেল আমারঙ্গ বারুদের গন্ধে বিস্বাদ হয়ে উঠল নাসারন্ধ্রঙ্গ অব্যর্থ লক্ষ্য রাজাবাহাদুরের — পড়েছে জানোয়ারটাঙ্গ

ড্রাইভার বললে — তুলে আনব হুজুর?

বিকৃতমুখে রাজাবাহাদুর বললেন — কী হবে? গাড়ি ঘোরাওঙ্গ

রেডিয়াম ডায়ালের সবুজ আলোয় রাত তিনটেঙ্গ গাড়ি ফিরে চলল হান্টিং বাংলোর দিকেঙ্গ একটা ম্যানিলা চুরুট ধরিয়ে রাজাবাহাদুর আবার বললেন — ড্যাম্ঙ্গ

কিন্তু কী আশ্চর্য — জ।ল যেন রসিকতা শুরু করেছে আমাদের স।ঙ্গ দিনের বেলা অনেক চেষ্টা করেও দুটো একটা বনমুরগী ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না — এমনকি একটা হরিণ পর্যন্ত নয়ঙ্গ নাইটশুটিংয়েও সেই অবস্থাঙ্গ পর পর তিন রাত্রি জ।লের নানা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে চেষ্টা করা হল, কিন্তু নগদ লাভ যা ঘটল তা অমানুষিক মশার কামড়ঙ্গ জ।লের হিংস্র জন্তুর সাক্ষাৎ মিলল না বটে, কিন্তু মশাগুলোকে চিনতে পারা গেলঙ্গ এমন সাংঘাতিক মশা যে পৃথিবীর কোথাও থাকতে পারে এতদিন এ ধারণা ছিল না আমারঙ্গ

তবে মশার কামড়ের ক্ষতিপূরণ চলতে লাগল গন্ধমাদন উজাড় করেঙ্গ সত্যি বলতে কী, শিকার করতে না পারলেও মনের দিক থেকে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ ছিল না আমারঙ্গ জ।লের ভেতরে এমন রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন কল্পনারও বাইরেঙ্গ জীবনে এমন দামী খাবার কোনো দিন মুখে তুলিনি, এমন চমৎকার বাথরুমে স্নান করিনি কখনো, এত পুরু জাজিমের বিছানায় শুয়ে অস্বস্তিতে প্রথম দিন তো ঘুমুতেই পারিনি আমিঙ্গ নিবিড় জ।লের নেপথ্যে গ্র্যান্ড হোটেলের স্বাচ্ছেন্দ্যে দিন কাটাচ্ছি — শিকার না হলেও কণামাত্র ক্ষতি নেই কোথাওঙ্গ প্রত্যেক দিনই লাউঞ্জে চা খেতে খেতে চারশো ফুট নিচেকার ঘন জ।লটার দিকে চোখ পড়েঙ্গ সকালের আলোয় উদ্ভাসিতঙ্গ

— হুম্ঙ্গ — অদৃষ্টকেও বদলানো চলেঙ্গ — রাজাবাহাদুর উঠে পড়লেন ঃ আমার স।ে আসুনঙ্গ

দুজনে বেরিয়ে এলামঙ্গ রাজাবাহাদুর আমাকে নিয়ে এলেন হান্টিং বাংলোর পেছন দিকটাতেঙ্গ ঠিক সেখানে — যার চারশো ফুট নিচে টেরাইয়ের অন্যতম হিংস্র অরণ্য বিস্তীর্ণ হয়ে আছেঙ্গ

এখানে আসতে আর একটা নতুন জিনিস চোখে পড়লঙ্গ দেখি কাঠের একটা রেলিং দেওয়া সাঁকোর মতো জিনিস সেই সীমাহীন শুন্যতার ওপরে প্রায় পনেরো ষোল হাত প্রসারিত হয়ে আছেঙ্গ তার পাশে দুটো বড় কাঠের চাকা, তাদের স।ে হুক লাগানো দুজোড়া মোটা কাছি জড়ানোঙ্গ ব্যাপাটা কী ঠিক বুঝতে পারলাম নাঙ্গ

— আসুনঙ্গ — রাজাবাহাদুর সেই ঝুলন্ত সাঁকোটার ওপরে গিয়ে দাঁড়ালেনঙ্গ আমিও গেলাম তাঁর পেছনে পেছনেঙ্গ একটা আশ্চর্য বন্দোবস্তঙ্গ ঠিক সাঁকোটার নিচেই পাহাড়ী নদীটার রেখা, নুড়ি মেশানো সঙ্কীর্ণ বালুতট

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

তার দুপাশে, তাছাড়া জ।ল আর জ।লঙ্গ নিচে তাকাতে আমার মাথা ঘুরে উঠলঙ্গ রাজাবাহাদুর বললেন, জানেন এসব কী?

— নাঙ্গ

— আমার মাছ ধরবার বন্দোবস্তঙ্গ এর কাজ খুব গোপনে — নানা হা।মা আছেঙ্গ কিন্তু অব্যর্থঙ্গ

— ঠিক বুঝতে পারছি নাঙ্গ

— আজ রাত্রেই বুঝতে পারবেনঙ্গ শিকার দেখতে আপনাকে ডেকে এনেছি, নতুন একটা শিকার দেখাবঙ্গ কিন্তু কোনোদিন এর কথা কারো কাছে প্রকাশ করতে পারবেন নাঙ্গ

কিছু না বুঝেই মাথা নাড়লাম — নাঙ্গ

— তা হলে আজ রাতটা অবধি থাকুনঙ্গ কাল সকালেই আপনার গাড়ির ব্যবস্থা করবঙ্গ — রাজাবাহাদুর আবার হান্টিং বাংলোর সম্মুখের দিকে এগোলেন ঃ কাল সকালের পরে এমনিতেই আপনার আর এখানে থাকা চলবে নাঙ্গ

একটা কাঠের সাঁকো, দুটো কপিকলের মতো জিনিসঙ্গ মাছ ধরবার ব্যবস্থাঙ্গ কাউকে বলা যাবে না এবং কাল সকালেই চলে যেতে হবেঙ্গ সবটা মিলিয়ে যেন রহস্যের খাসমহল একেবারেঙ্গ আমার কেমন এলোমেলো লাগতে লাগল সমস্তঙ্গ কিন্তু ভালো করে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, রাজাবাহাদুরকে বেশি প্রশ্ন করতে কেমন অস্বস্তি লাগে আমারঙ্গ অনধিকার চর্চা মনে হয়ঙ্গ

শ্যামলতা দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়ে আছে অপরূপ প্রসন্নতায়ঙ্গ ওয়ান অব দি ফিয়র্সেস্ট ফরেস্টসঙ্গ বিশ্বাস হয় নাঙ্গ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি বাতাসে আকার-অবয়বহীন পত্রাবরণ সবুজ সমুদ্রের মতো দুলছে, চক্র দিচ্ছে পাখীর দল — এখান থেকে মৌমাছির মতো দেখায় পাখিগুলোকে; জানালার ঠিক নিচেই ইস্পাতের ফলার মতো পাহাড়ী নদীটার নীলিমোজ্জ্বল রেখা — দুটো একটা নুড়ি ঝকমক করে মরিখণ্ডের মতোঙ্গ বেশ লাগেঙ্গ

তারপরেই চমক ভাঙে আমারঙ্গ তাকিয়ে দেখি ঠোঁঠের কোণে ম্যানিলা চুরুট পুড়ছে, অস্থির চঞ্চল পায়ে রাজাবাহাদুর ঘরের ভেতরে পায়চারি করছেনঙ্গ চোখে মুখে একটা চাপা আক্রোশ — ঠোঁট দুটোর নিষ্ঠুর কঠিনতাঙ্গ কখনো একটা রাইফেল তুলে নিয়ে বিরক্তিভরে নামিয়ে রাখেন, কখনো ভোজালি তুলে নয়ে নিজের হাতের ওপরে ফলাটা রেখে পরীক্ষা করেন সেটার ধার, আবার কখনো বা জানালার সমানে খানিক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন নিচের জ।লটার দিকেঙ্গ আজ তিন দিন থেকে উল্লেখযোগ্য একটা কিছু শিকার করতে পারেন নি — ক্ষোভে তাঁর দাঁতগুলো কড়মড় করতে থাকেঙ্গ

তারপরেই বেরিয়ে যান এনার্জি সংগ্রহের চেষ্টারঙ্গ বাইরের বারান্দায় গিয়ে হাঁক দেন — পেগঙ্গ

কিন্তু পরের পয়সায় রাজভোগ খেয়ে এবং রাজোচিত বিলাস করে বেশি দিন কাটানো আর সম্ভব নয় আমার পক্ষেঙ্গ রাজাবাহাদুরের অনুগ্রহ একটা দামী জিনিস বটে, কিন্তু কলকাতায় আমার ঘর-সংসার আছে, একটা দায়িত্ব আছে তারঙ্গ সুতরাং চতুর্থ দিন সকালে কথাটা আমাকে পাড়তে হলঙ্গ

বললাম, এবার আমাকে বিদায় দিন তা হলেঙ্গ

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

রাজাবাহাদুর সবে চতুর্থ পেয়ে চুমুক দিয়েছেন তখনঙ্গ তেমনি অসুস্থ আর রক্তাভ চোখে আমার দিকে তাকালেনঙ্গ বললেন, আপনি যেতে চান?

— হাঁ, কাজকর্ম রয়েছে —

— কিন্তু আমার শিকার আপনাকে দেখাতে পারলাম নাঙ্গ

— সে না হয় আর একবার হবেঙ্গ

— হুম্ঙ্গ — চাপা ঠোঁটের ভেতরেই একটা গম্ভীর আওয়াজ করলেন রাজাবাহাদুর ঃ আপনি ভাবছেন আমার ওই রাইফেলগুলো, দেওয়ালে ওই সব শিকারের নমুনা — ওগুলো সব ফার্স?

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, না, না, তা কেন ভাবতে যাবঙ্গ শিকার তো খানিকটা অদৃষ্টের ব্যাপার —

বাংলোর সামনে তিন চারটে ছোট ছোট নোংরা ছেলেমেয়ে খেলা করে বেড়াচ্ছে, হিন্দুস্থানী কীপারটার বেওয়ারিশ সম্পত্তিঙ্গ কীপারটাকে সকালে রাজাবাহাদুর শহরে পাঠিয়েছেন, কিন্তু দরকারী জিনিসপত্র কিনে কাল সে ফিরবেঙ্গ ভারী বিশ্বাসী আর অনুগত লোকঙ্গ মাতৃহীন ছেলেমেয়েগুলো সারাদিন হুটোপুটি করে ডাক বাংলোর সামনেঙ্গ রাজাবাহাদুর বেশ অনুগ্রহের চোফে দেখেন ওদেরঙ্গ দোতলার জানলা থেকে পয়সা, রুটি কিংবা বিস্কুট ছুঁড়ে দেন, নিচে ওরা সেগুলো নিয়ে কুকুরের মতো লোফালুফি করেঙ্গ রাজাবাহাদুর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন সকৌতুকেঙ্গ

আজও ছেলেমেয়েগুলো হুল্লোড় করে তাঁর চারপাশে এসে ঘিরে দাঁড়ালোঙ্গ বলল — হুজুর, সেলামঙ্গ — রাজাবাহাদুর পকেটে হাত দিয়ে কতকগুলো পয়সা ছড়িয়ে দিলেন ওদের ভিতরঙ্গ হরির লুটের মতো কাড়াকাড়ি পড়ে গেলঙ্গ

বেশ ছেলেমেয়েগুলিঙ্গ দুই থেকে আট বছর পর্যন্ত বয়েসঙ্গ আমার ভারি ভালো লাগে ওদেরঙ্গ আরণ্যক জগতের শাল শিশুদের মতো সতেজ আর জীবন্ত, প্রকৃতির ভেতর থেকে প্রাণ আহরণ করে বড় করে উঠেছেঙ্গ

সন্ধ্যার ডিনার টেবিলে বসে আমি বললাম, আজ রাত্রে মাছ ধরবার কথা আছে আপনারঙ্গ

চোখের কোণা দিয়ে আমার দিকে তাকালেন রাজাবাহাদুরঙ্গ লক্ষ্য করেছি আজ সমস্ত দিন বড় বেশি মদ খাচ্ছেন আর ক্রমাগত চুরুট টেনে চলেছেনঙ্গ ভালো করে আমার সে। কথা পর্যন্ত বলেননিঙ্গ ভেতরে ভেতরে কিছু একটা ঘটে চলেছে তাঁরঙ্গ

রাজাবাহাদুর সংক্ষেপে বললেন — হুম্ঙ্গ

আমি সসংকোচে জিজ্ঞাসা করলাম, কখন হবে?

একমুখ ম্যানিলা চুরুটের ধোঁয়া ছড়িয়ে তিনি জবাব দিলেন — সময় হলে ডেকে পাঠাবঙ্গ এখন আপনি গিয়ে শুয়ে প,নঙ্গ স্বচ্ছন্দে কয়েকঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারেনঙ্গ

শেষ কথাটা পরিষ্কার আদেশের মতো শোনালোঙ্গ বুঝলাম আমি বেশিক্ষণ আজ তাঁর সে। কথা বলি এ তিনি চান নাঙ্গ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে বলাটা অতিথিপরায়ণ গৃহস্থের অনুনয় নয়, রাজার নির্দেশঙ্গ এবং সে নির্দেশ পালন করতে বিলম্ব না করাই ভালোঙ্গ

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

কিন্তু অতি নরম জাজিমের বিছানায় শুয়েও ঘুম আসছে নাঙ্গ মাথার ভেতরে আবর্তিত হচ্ছে অসংলগ্ন চিন্তাঙ্গ মাছধরা, কাঠের সাঁকো, কপিকল, অত্যন্ত গোপনীয়ঙ্গ অতল রহস্যঙ্গ

তারপর এপাশ ওপাশ করতে করতে কখন যে চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে এল তা আমি নিজেই টের পাইনিঙ্গ

মুখের ওপরে ঝাঁঝাঁলো একটা টর্চের আলো পড়তে আমি ধড়মড় করে উঠে পড়লামঙ্গ রাত তখন ক'টা ঠিক জানি নাঙ্গ আরণ্যক পরিবেশ নির্জনতায় আভিভূতঙ্গ বাইরে শুধু তীব্রকণ্ঠ ঝিঁঝির ডাকঙ্গ

আমায় গায়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা হাত পড়েছে কারঙ্গ সে হাতের স্পর্শে পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে গেল আমারঙ্গ রাজাবাহাদুর বললেন — সময় হয়েছে, চলুনঙ্গ

আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম — ঠোঁটে আঙুল দিয়ে রাজাবাহাদুরঙ্গ — কোনো কথা নয়, আসুনঙ্গ

এই গভীর রাত্রে এমনি নিঃশব্দে আহ্বান — সবটা মিলিয়ে একটা রোমাঞ্চকর উপন্যাসের পটভূমি তৈরী হয়েছে যেনঙ্গ কেমন একটা অস্বস্তি, একটা অনিশ্চিত ভয়ে গা ছমছম করতে লাগল আমারঙ্গ মন্ত্রমুগ্ধের মতো রাজাবাহাদুরের পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলামঙ্গ

হান্টিং বাংলোটা অন্ধকারঙ্গ একটা মৃতুযর শীতলতা ঢেকে রেখেছে তাকেঙ্গ একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক — চারদিকে অরণ্যে কান্নার শব্দের মতো পত্রমর্মরঙ্গ গভীর রাত্রিতে জ।লের মধ্যে মোটর থামিয়ে বসে থাকতে আমায় ভয় করছিল, আজও ভয় করছেঙ্গ কিন্তু এ ভয়ের চেহারা আলাদা — এর মধ্যে আর একটা কী যেন মিশে আছে ঠিক বুঝতে পারছি না, অথচ পাও সরতে চাইছে না আমারঙ্গ মুখের ওপরে একটা টর্চের আলো, রাজাবাহাদুরের হাতের স্পর্শটা বরফের মতো ঠাণ্ডা, ঠোঁটে আঙুল দিয়ে নীরবতার সেই দুর্বোধ্য কুটিল সংকেতঙ্গ

টর্চের আলোয় পথ দেখিয়ে রাজাবাহাদুর আমাকে সেই ঝুলন্ত সাঁকোটার কাছে নিয়ে এলেনঙ্গ দেখি তার ওপরে শিকারের আয়োজনঙ্গ দুখানা চেয়ার পাতা, দুটো তৈরী রাইফেলঙ্গ দুজন বেয়ারা একটা কপিকলের চাকা ঘুরিয়ে কী একটা জিনিস নামিয়ে দিচ্ছে নিচের দিকেঙ্গ এক মুহূর্তের জন্য রাজাবাহাদুর তাঁর নয় সেলের হান্টিং টর্চটা নিচের দিকে ফ্ল্যাশ করলেনঙ্গ প্রায় আড়াইশো ফুট নিচে সাদা পুঁটলির মতো কী একটা জিনিস কপিকলের দড়ির সে। নেমে যাচ্ছে দ্রুতবেগেঙ্গ

আমি বললাম, ওটা কি রাজাবাহাদুর?

— মাছের টোপঙ্গ

— কিন্তু এখনো কিছু বুঝতে পারছি নাঙ্গ

— একটু পরে বুঝবেনঙ্গ এখন চুপ করুনঙ্গ

এবারে স্পষ্ট ধমক দিলেন আমাকেঙ্গ মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে হুইস্কির তীব্র গন্ধ বেরুচ্ছেঙ্গ রাজাবাহাদুর প্রকৃতিস্থ নেইঙ্গ আর কিছুই বুঝতে পারছি না আমি — আমার মাথার ভেতরে সব যেন গণ্ডগোল হয়ে গেছেঙ্গ একটা দুর্বোধ্য নাটকের নির্বাক দ্রষ্টার মতো রাজাবাহাদুরের পাশের চেয়ারটাতে আসন নিলাম আমিঙ্গ

ওদিকে ঘন কালো বনান্তের ওপরে ভাঙা চাঁদ দেখা দিলঙ্গ তার খানিকটা ম্লান আলো এসে পড়ল চারশো ফুট নিচের জলে, তার ছড়ানো মণিখণ্ডের মতো নুড়িগুলোর ওপরেঙ্গ আবছাভাবে যেন দেখতে পাছি —

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

কপিকলের দড়ির সং। বাঁধা সাদা পুঁটলিটা অল্প অল্প নড়ছে বালির ওপরেঙ্গ এক হাতে রাজাবাহাদুর রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে আছেন, আর এক হাতে মাঝে মাঝে আলোটা ফেলছেন নিচের পুঁটলিটায়ঙ্গ চকিত আলোয় যেটুকু মনে হচ্ছে — পুঁটলিটা যেন জীবন্ত অথচ কী জিনিস কিছু বুঝতে পারছি নাঙ্গ এ নাকি মাছের টোপঙ্গ কিন্তু কী এ মাছ — এ কিসের টোপ?

আবার সেই স্তব্ধতার প্রতীক্ষাঙ্গ মুহূর্ত কাটছে, মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছেঙ্গ রাজাবাহাদুরের টর্চের আলো বারে বারে পিছলে পড়ছে নিচের দিকেঙ্গ দিগন্তপ্রসার হিংস্র অরণ্য ভাঙা-ভাঙা জ্যোৎস্নায় দেখাচ্ছে তরাি একটা সমুদ্রের মতোঙ্গ নিচের নদীটা ঝকঝক করছে, যেন একখানা খাপখোলা তলোয়ারঙ্গ অবাক বিস্ময়ে আমি বসে আছিঙ্গ মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছেঙ্গ টোপ ফেলে মাছ ধরছেন রাজাবাহাদুরঙ্গ

অথচ সব ধোঁয়াটে লাগছে আমার; কান পেতে শুনছি — ঝিঁঝিঁর ডাক, দুরে হাতীর গর্জন, শালপাতার মর্মরঙ্গ এ প্রতীক্ষার তত্ত্ব আমার কাছে দুর্বোধ্যঙ্গ শুধু হুইস্কি আর ম্যানিলা চুরুটের গন্ধ নাকে এসে লাগছে আমারঙ্গ মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে, রেডিয়াম ডায়াল ঘড়ির কাঁটা চলছে ঘুরেঙ্গ ক্রমশ যেন সম্মোহিত হয়ে গেলাম, ক্রমশ যেন ঘুম এল আমারঙ্গ তারপরেই হঠাৎ কানের কাছে বিকট শব্দে রাইফেল সাড়া দিয়ে উঠল — চারশো ফুট নিচে থেকে ওপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল প্রচণ্ড বাঘের গর্জনঙ্গ চেয়ারটা শুদ্ধ আমি কেঁপে উঠলামঙ্গ

টর্চের আলোটা সোজা পড়ছে নুড়ি-ছড়ানো বালির ডাঙাটার ওপরেঙ্গ পরিস্কার দেখতে পেলাম ডোরাকাটা অতিকায় একটা বিশাল জানোয়ার সাদা পুঁটলিটার ওপরে একখানা থাবা চাপিয়ে দিয়ে পড়ে আছে, সাপের মতো ল্যাজ আছড়াচ্ছে অন্তিম আক্ষেপেঙ্গ ওপর থেকে ইন্দ্রের বজ্রের মতো অব্যর্থ গুলি গিয়ে লেগেছে তার মাথায়ঙ্গ এত ওপর থেকে এমন দুর্নিবার মৃত্যু নামবে আশঙ্কা করতে পারেনিঙ্গ রাজাবাহাদুর সোৎসাহে বললেন — ফতেঙ্গ

এতক্ষণে মাছ ধরবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিঙ্গ সোল্লাসে বললাম, মাছ তো ধরলেন, ডাঙায় তুলবেন কেমন করে?

— ওই কপিকল দিয়েঙ্গ এই জন্যেই তো ওগুলোর ব্যবস্থাঙ্গ

ব্যাপারটা যেমন বিচিত্র, তেমনি উপভোগ্যঙ্গ আমি রাজাবাহাদুরকে অভিনন্দিত করতে যাব, এমন সময় — এমন সময় — পরিষ্কার শুনতে পেলাম শিশুর গোঙানিঙ্গ ক্ষীণ অথচ নির্ভুলঙ্গ কিসের শব্দঙ্গ

চারশো ফুট নিচে থেকে ওই শব্দটা আসছেঙ্গ হ্যাঁ — কোনো ভুল নেইঙ্গ মুখের বাঁধন খুলে গেছে, কিন্তু বড় দেরীতেঙ্গ আমার বুকে রক্ত হিম হয়ে গেল, আমার চুল খাড়া হয়ে উঠলঙ্গ আমি পাগলের মতো চীৎকার করে উঠলাম, রাজাবাহাদুর, কিসের টোপ আপনারঙ্গ কী দিয়ে আপনি মাছ ধরলেন?

— চুপ — একটা কালো রাইফেলের নল আমার বুকে ঠেকালেন রাজাবাহাদুরঙ্গ তারপরেই আমার চারদিকে পৃথিবীটি পাক খেতে খেতে হাওয়ায় গড়া একটা বুদ্বুদের মতো শূন্যে মিলিয়ে গেলঙ্গ রাজাবাহাদুর জাপটে না ধরলে চারশো ফুট নিচেই পড়ে যেতাম হয়তোঙ্গ

★ ★ ★

কীপারের একটা বেওয়ারিশ ছেলে যদি জ।লে হারিয়ে গিয়ে থাকে, তা অস্বাভাবিক নয়, তাতে কারো ক্ষতি নেইঙ্গ কিন্তু প্রকাণ্ড রয়্যাল বে।ল মেরেছিলেন রাজাবাহাদুর — লোককে ডেকে দেখানোর মতোঙ্গ

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

তার আটমাস পরে এই চমৎকার চটিজোড়া উপহার এসেছেঙ্গ আট মাস আগেকার সে রাত্রি এখন স্বপ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু এই চটিজোড়া অতি মনোরম বাস্তবঙ্গ পায়ে দিয়ে একবার হেঁটে দেখলাম, যেমন নরম তেমনি আরাম!

৬৭.৫ সারাংশ

চলচ্চিত্রের জগতে বহু ব্যবহৃত ফ্ল্যাশব্যাক রীতিতে রচিত টোপ গল্পের মধ্যে সুদক্ষ শৈলীতে জনৈক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর আত্মকেন্দ্রিক সতর্কতা এবং বিবেকদংশনের দোলাচলতা একদিকে, অন্যদিকে কাঞ্চনগর্বী এবং প্রতাপদম্ভী এক অভিজাত পুরুষের দানবিক নির্মমতার রূঢ়, বাস্তবসম্মত চিত্রায়ণ করা হয়েছেঙ্গ প্রথম থেকে অনেকদূর অবধি একটা আলতো পরিহাসের মাধ্যমে কুণ্ঠিত আত্মসমালোচক ভীতে লেখক গল্পটিকে টেনে নিয়ে গেছেনঙ্গ গল্পের শেষে আর লঘুতরল সেই পরিহাস মর্জিটুকুর অস্তিত্ব নেইঙ্গ আত্মসমালোচনা তখন প্রায় এক ধরনের অনুক্ত অথচ তীব্র আত্মধিক্কারের রূপ ধরেছে বলা চলেঙ্গ

উত্তর বাংলার তরাই অঞ্চলের ঘন জ।লে ঘেরা একটি জমিদারী এস্টেট — রামগ।ঙ্গ তার মালিক রাজাবাহাদুর বলে পরিচিত এন. আর. চৌধুরীর সে। (গল্পের কথক) এক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর আলাপ, এবং ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হয়ঙ্গ বস্তুতপক্ষে, মনিব-মোসাহেব ধরনের যেন একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁদের ভিতরে — যদিচ, আপাতভাবে তা বন্ধুত্বের মোড়কেই বাঁধা!

এই হলো এ-গল্পের পটভূমিকাঙ্গ এ-হেন রাজাসাহেবের আমন্ত্রণে তাঁর জমিদারীতে কথক আমন্ত্রিত হলেন শিকার দেখতেঙ্গ প্রভূত আদর-আপ্যায়নের মধ্যেও অহংকারী এই ভূম্যধিকারীর চরিত্রের আরো নানান্ অন্ধকার পত্যন্ত তাঁর সামনে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকেঙ্গ অন্যদিকে বেশ কয়েক রাত জ।লে কাটানোর পরেও শিকার বলতে গেলে মেলে না কিছুইঙ্গ সেই 'ব্যর্থতা' রাজাসাহেবের সামন্ততান্ত্রিক অহমিকাকে প্রবলভাবে আহত করে তোলেঙ্গ এবং তিনি 'কথা' দেন যে, নায়কের অরণ্যবাসের শেষরাত্রে একটা অত্যাশ্চর্য শিকারের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হবেনই গল্পের কথকঙ্গ

শিকারের বিলি-ব্যবস্থা হলো সত্যিই অভিনব ভাবেঙ্গ রাজাসাহেবের হান্টিং বাংলোটা চারশো ফিট খাড়াই পাহাড়ের ওপরেঙ্গ তার পিছন দিকে একটা কাঠের ঝুলবারান্দার মতো লম্বা পাটাতন থেকে নিশুতি রাতের স্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে একজোড়া কপিকলের সাহায্যে সাদা পুঁটলিতে জড়ানো কি যেন একটা নিচের নদীর পাড়ে, জ।লের ধারে নামিয়ে দেওয়া হলোঙ্গ দীর্ঘসময় কাটবার পর হঠাৎ স্তব্ধতা ভাঙে গুলির আওয়াজে — রাজাবাহাদুরের অমোঘ রাইফেলের বুলেট গিয়ে বিঁধেছে ঐ পুঁটলিবাঁধা 'টোপ'-এর লোভে আসা বিশাল রয়্যাল বে।ল টাইগারের কপালেঙ্গ ঠিক সেই মুহূর্তে মরণাহত ব্যাঘ্রের গর্জনের ভয়াল ধ্বনির মধ্য থেকেও ভেসে এল চারশো ফিট ওপরে ঐ ঝুলন্ত মাচান অবধি একটি শিশুর অস্ফুট গোঙানির আওয়াজঙ্গ বিমূঢ় হয়ে, ও কিসের আওয়াজ, বাঘের জন্য কেমন 'টোপ' নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই প্রশ্ন সুধোতেই 'রাজা' এন. আর. চৌধুরীর বন্দুকের নল স্পর্শ করে কাহিনী-কথকের মধ্যবিত্ত বুকের দুর্বল ছাতি আর তাঁর কানে আসে চুপ করে থাকার জন্য প্রচণ্ড এক ধমকঙ্গ

দীর্ঘ আটমাস পরে পার্শেলে পাঠানো একজোড়া বাঘের চামড়ার মহার্ঘ চটি উপহার পেয়ে, গল্প-কথক প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে না পারলেও, অচিরেই তাঁর স্মরণে এল ঐ তরাই জ।লে 'টোপ' ফেলে বাঘ শিকারের

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

কাহিনী ঃ সমস্ত ঘটনাটা তাঁর মনে ভেসে উঠল স্মৃতি রোমন্থনের সূত্রেঙ্গ তারপরে আবার আটমাস পরের নাগরিক পরিবেশে মানসিকভাবে ফিরে এসে তাঁর মনে হলো, ঐ রাতের ঘটনাটা 'স্বপ্ন' হয়ে থাকাই সম্ভবত শ্রেয়ঙ্গ 'বাস্তব' হয়ে থাকুক বরং এই মূল্যবান একজোড়া চটিঙ্গ

৬৭.৬ প্রাসাঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

এই গল্পের মধ্যে আদিম আরণ্যক পরিবেষ্টনীর মধ্যে আত্মস্মন্য অহং-বোধ মাতাল এক স্বৈরাচারী সামন্ত প্রভুর ভয়াল চরিত্রটির যেমন উদ্‌ঘাটন হয়েছে, তারই পাশাপাশি এর মধ্যে মধ্যবিত্তের দুর্বল দোলাচলতার নিরুপায় রূপটিও সুদক্ষভাবে হয়েছে চিত্রায়িতঙ্গ এই দুই ভিন্ন শ্রেণীচরিত্র — কাহিনীর দুটি মুল কুশীলবের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছেঙ্গ আর মর্মান্তিক এবং ভয়ংকর একটি ট্র্যাজিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তারই সূত্রেঙ্গ এরই সঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় বিষয় হলো নারায়ণবাবুর ভাষার স্টাইলঙ্গ হিউমার এবং স্যাটায়ারের ঠাসবুনুনির নক্সার মধ্যে ধীরে ধীরে তিনি ফুটিয়েছেন গদ্য কবিতার স্পন্দনধর্ম আর তার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র শৈলীতে সৃষ্ট কয়েকটি চিত্রকল্পঙ্গ এই সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে গল্পের ভয়াল পরিসমাপ্তিঙ্গ আবার তার ঠিক পরেই লেখক ফিরে গেছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্যাটায়ারে; সুতীব্র এক আত্মধিক্কারেঙ্গ তখন আর পরিহাসমর্জির কোনো প্রকাশ নেই; হিউমারের কোনো সংকেত সেখানে নিরস্তিত্বঙ্গ

রামগঙ্গা এস্টেটের এই 'রাজাবাহাদুর' এন. আর. চৌধুরী হলেন বনেদী, অভিজাতবংশীয় এক মধ্যবয়স্ক সামন্ত প্রভু — যিনি বিংশ শতাব্দীর অর্ধেকটা অতিক্রম করে এসেও মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী প্রতাপের দম্ভে বুঁদ হয়ে আছেনঙ্গ চৌদ্ধ বছর বয়সেই তিনি প্রথম মদ্যপান শুরু করেছিলেন, আর তারও দু-বছর আগে থেকে হাত মক্‌সো করেছেন রাইফেলের ট্রিগার টিপেঙ্গ কৈশোর যাঁর আরম্ভ হয়েছিল এভাবে, প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হবার পর তাঁর দম্ভ এবং স্বৈরাচার কোথায় যে যেতে পারে, তা তো সহজেই অনুমেয়; কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই মানুষটির সামন্ততান্ত্রিক নৃশংসতাকে যে অতলান্ত গভীর একটি স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন তা কিন্তু স্বাভাবিক অনুমান-ক্ষমতার নাগালের বাইরেঙ্গ সাধারণভাবে বন্দুকের পাল্লায় বাঘ পাওয়া যাচ্ছে না বলে, তাকে প্রলুব্ধ করে আনার জন্য দু-বছরের মানুষশিশুর হাতমুখ বেঁধে টোপ হিসেবে চারশো ফিট ওপর থেকে গহন অরণ্যের অন্ধকারে নামিয়ে দেবার পিছনে যে উদ্ভাবনী শক্তিই থাকুন না কেন, তা কিন্তু ভয়াবহরূপেই দানবিকঙ্গ বক্ষ্যমাণ এই রাজাবাহাদুরটির এই দানবমূর্তিটা মাঝে-মাঝেই অবশ্য কাহিনীর মধ্যে আবছা ঝিলিক দিয়ে গেছে বাইরের সম্ভ্রান্ততার খোলসটুকু সরিয়েঙ্গ এই মানুষটির নৃশংসতার মাত্রা যে কতখানি ব্যাপক তার পরিচয় মেলে নিজের একান্ত অনুগত বিশ্বাসী এক কর্মচারীকে কাজের ছুতো করে সরিয়ে দিয়ে, তারই একটি মাতৃহীন সন্তানকে এমনভাবে বাঘশিকারের জন্য টোপ হিসেবে ব্যবহার করার ঘটনার মধ্যেঙ্গ নিতান্ত কাছের মানুষ — যে সদাসর্বদা প্রভুর কাজেই নিয়োজিত প্রাণ — তারই প্রতি যদি এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়, তাহলে সেই ব্যক্তিটির দানবীয়তা যে কোন পর্যায়ের, সেকথা তো আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে নাঙ্গ

এই ধরনের মানুষেরা আন্তরিকভাবেই স্তাবকতা পছন্দ করে থাকে, এবং আলোচ্য রাজাবাহাদুরটিও সেই প্রবণতা থেকে মুক্ত ননঙ্গ গল্পের কথককে তাঁর গুণগ্রাহীরূপে (প্রকৃতপক্ষে মোসাহেব হিসেবেই!) দেখে তাঁর মনের মধ্যে প্রকট হয়ে থাকা আত্মম্ভরিতার বোধটা পরিতৃপ্ত হয়ঙ্গ সোনার হাতঘড়ি উপহার (আসলে যা, তাঁর নামে স্তুতিমূলক 'পদ্য' লিখে দেবার জন্য পারিশ্রমিক, বা বখসিসঙ্গ) দেওয়া প্রায়ই চায়ের আসরে ডাকা কিংবা

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

শিকার দেখতে তরাইয়ের এস্টেটে নিমন্ত্রণ করা — এইসব 'সৌজন্য' বস্তুতপক্ষে রাজাসাহেবের বনোদীয়ানার মুখোস ছাড়া অন্য কিছুই নয়ঙ্গ তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত রূঢ় দাম্ভিকতা ধরা পড়ে মাঝে-মাঝেই, কথা এবং আচরণের মাধ্যমেঙ্গ হত্যার কিংবা মদ্যের নেশায় যখনই তিনি বুঁদ হয়ে যান, তখনই তাঁর মুখোশটা পড়ে খসেঙ্গ তখন তিনি সমাদরে নিমন্ত্রণ করে আনা অতিথিকে বিদ্রূপ-অপমান-টিট্‌কিরি—কোনো কিছুর দ্বারাই জর্জরিত করতে সংকোচ বোধ করেন নাঙ্গ আবার 'মুখোশ' খুলে যাবার সম্ভাব্য আশঙ্কায় নিজেই সেই আমন্ত্রিতকে প্রকারান্তরে 'বিদেয় হও' বলতেও রাজাবাহাদুর আকুণ্ঠিত; এবং যে মুহূর্তে শেষ 'মুখোশ' আচমকাই খাসে যায়, তখন তিনি তার বুকের ওপরে গুলিভরা বন্দুকের নল চেপে ধরতেও নির্দ্বিধঙ্গ সর্পিল-কুটিলতা এবং আদিম-হিংস্রতা তাঁর স্বভাবজ; আভিজাত্যের সদম্ভ আচরণ তাঁর পারিবারিক পরিবেশের সূত্রে প্রাপ্ত; মোসাহেবি-প্রিয়তা এবং 'দাতাকর্ণ' সাজাও তারই আনুষ।িক ব্যাপারঙ্গ এই সবটুকু মিলিয়েই তাঁর চরিত্রের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞানটুকুর সন্ধান মেলেঙ্গ

৮২৮

এই রাজাসাহেবের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, এই গল্পের কথকের চরিত্রটি বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই নজরে পড়ে তাঁর চারিত্রিক দোলাচলতা — যা মধ্যবিত্তের একটা স্বাভাবিক শ্রেণীগত লক্ষণ বলা যেতে পারে স্বচ্ছন্দেইঙ্গ তাঁর স্বার্থবুদ্ধি এবং বিবেকবুদ্ধির মধ্যে যে টানাপোড়েন এই গল্পের মধ্যে দেখি — বিশেষত মূল গল্পের অন্তিম পর্যায়ে, সেটিই হলো মধ্যবিত্তের ঐ শ্রেণীচরিত্রের সার্থক অভিব্যক্তিঙ্গ

এই মানুষটি সাধারণ মধ্যবিত্তের এক গড়পড়তা প্রতিনিধি; সংসারী এবং সাহিত্য সংস্কৃতিপ্রেমীঙ্গ তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা যে খুব একটা স্বচ্ছল নয়, তা তাঁর সমপর্যায়ভুক্ত বন্ধুদের সম্পর্কে করা একটি মন্তব্যের সূত্রে বোঝা যায় ঃ ''সব কটাকেই তো চিনি, বিনামূল্যে এমন একজোড়া জুতো পাঠাবার মতো দরাজ মেজাজ এবং ট্যাঁক কারো আছে বলেও জানি নাঙ্গ'' এই মধ্যবিত্ততার আবারও একবার অত্যন্ত বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া গেল রামগ।। এস্টটে পৌঁছিয়ে স্নান সারার পরে ঃ ''ব্রাকেটে ধোপদুরস্ত ফরাসডা।ার ধুতি, সিল্‌কের লু।ি, আদ্দির পাজামাঙ্গ দামের দিক থেকে পাজামাটাই সস্তা মনে হল, তাই পরে নিলামঙ্গ''

রাজাবাহাদুরের বন্ধুত্ব অর্জনের নামে বস্তুতপক্ষে মোসাহেবীই যে করছেন তিনি, সেটাও কিন্তু এই ভদ্রলোক খুব স্বচ্ছভাবেই বোঝেনঙ্গ তাই ঈশ্বরগুপ্তীয় ঢঙে রাজস্তুতি তিনি যা লখেছিলেন, সেটাকে তিনি সোনার হাতঘড়ি উপহার (ওরফে ইনাম, বা বকশিস) পাবার পর থেকে যে সম্পূর্ণ সত্য বলেই বিশ্বাস করার চেষ্টা চালাচ্ছেন, সে কথা সবিদ্রূপে নিজেই বলেছেনঙ্গ

কিন্তু রাজাবাহাদুরের বারো বছর বয়সে বন্দুক চালানোয় রপ্ত হওয়া এবং চৌদ্দ বছরে মদ ধরার ইতিবৃত্ত শুনে তাঁর মনে যে বিরূপতার সঞ্চার ঘটেছে, সেটার অভিব্যক্তির ক্ষেত্রেও তাঁর ব্য।নৈপুণ্য সমানভাবেই সক্রিয়ঃ ''রাজারাজড়ার ব্যাপার — সবই অলৌকিকঙ্গ জন্মাবার স।ে স।েই কেউটের বাচ্চাঙ্গ সুতরাং মন্তব্য অনাবশ্যকঙ্গ''

রাজকীয়-সুখভোগ এবং মোসাহেবী — এদুটো যে প্রকৃতপক্ষে তাঁর চরিত্রের স।ে মানানসই নয়, সেটাও পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হয় না, যখন তিনি স্বর্গতোক্তি করেন ঃ ''পরের পয়সার রাজভোগ খেয়ে এবং রাজোচিত বিশ্বাস করে বেশি দিন কাটানো আর সম্ভব নয় আমার পক্ষেঙ্গ রাজাবাহাদুরের অনুগ্রহ একটা দামী জিনিস বটে, কিন্তু কলকাতায় আমার ঘর-সংসার আছে; একটা দায়িত্ব আছে তারঙ্গ সুতরাং ....''

আর, ঠিক এই মধ্যবিত্তসুলভ বিবেকবৃত্তির লব্ধফল হিসেবেই তিনি রাজাবাহাদুরের অকল্পনীয় 'টোপ'টা যে আসলে কী, সেটা উপলব্ধি করে চিৎকার করে উঠেছিলেন এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই 'রাজা' এবং 'মধ্যবিত্তের' শ্রেণীগত বিপ্রতীপতাটুকু প্রকট হয়ে উঠল — যখন রাজাবাহাদুর সমস্ত ভব্যতার, সৌজন্য-শালীনতার মুখোশটা সরিয়ে ফেলে তাঁকে থামানোর জন্য বুকে রাইফেলের নলটা চেপে ধরলেনঙ্গ

বলা যায়, ঐ ইস্পাতের শীতল আয়ুধ-স্পর্শেই গল্প কথকের কাছে নিজের শ্রেণীগত অবস্থানটা সুস্থিত হয়ে উঠলঙ্গ ঘটনা-পরম্পরায় এই ভয়ঙ্কর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ঘোর গেল কেটে — যা শেষ পরিণামে সব মধ্যবিত্ত মানুষেরই কাটে, কাটতে বাধ্য হয়ঙ্গ কলকাতায় ফিরে আসার পরবর্তী আটমাসে তাঁর এবং এন. আর. চৌধুরী ওরফে রাজাবাহাদুরের মধ্যে আর কোনো যোগাযোগ থাকে না অত্যন্ত সহজবোধ্য কারণেইঙ্গ বাংলা লোকপ্রবাদ ''বড়র পিরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ'' প্রায় হাতে হাতেই সত্য বলে প্রতীত হলোঙ্গ রাজাবাহাদুরের আপাত-সম্ভ্রান্ত আভিজাত্যের অন্তরালে যে নিষ্ঠুর দানবীয়তা লুকিয়ে ছিল, সেটা অনাবৃত হয়ে পড়ার পর গল্প কথকের মধ্যেও মোসাহেবীর প্রবণতাটুকু হটে গিয়ে প্রবলতর হয়ে উঠল তাঁর বিবেকবুদ্ধিই; তাই আটমাস তিনি আর কোনো সম্পর্ক রাখেননি রাজাবাহাদুরের সে।ঙ্গ আটমাস পরে ডাকযোগে বাঘের চামড়ার ঐ মনোরম এবং মহার্ঘ চটি জোড়া যখন এসে পৌঁছয় তাঁর কাছে তখন কিন্তু একই সে। আবার মধ্যবিত্তের আপোষকামী এবং প্রতিবাদী দুটি সত্তাই তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে ঃ ''কীপারের একটা বেওয়ারিশ ছেলে যদি জ।লে হরিয়ে গিয়ে থাকে, তা অস্বাভাবিক নয়, তাতে কারো ক্ষতি নেইঙ্গ কিন্তু প্রকাণ্ড রয়্যাল বে।ল মেরে ছিলের রাজাবাহাদুর — লোককে ডেকে দেখানোর মতোঙ্গ ..... তার আটমাস পরে এই চমৎকার চটিজোড়া উপহার এসেছেঙ্গ আট মাস আগেকার সে রাত্রি এখন স্বপ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু এই চটিজোড়া অত্যন্ত মনোরম বাস্তবঙ্গ পায়ে দিয়ে একবার হেঁটে দেখলাম, যেমন নরম, তেমনি আরাম!'' ..... একটা অলক্ষ্য (কিন্তু অনুভব করা যায় এমন) বিদ্রূপের চোরাস্রোত এই বিবৃতির ছত্রে ছত্রে প্রবাহিতঙ্গ সে বিদ্রূপ নিজের প্রতি তো অবশ্যই; কিন্তু সমগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীচরিত্রের উদ্দেশ্যেও তা সমপরিমাণে প্রযুক্তঙ্গ 'মনোরম'' এবং ''আরাম'' প্রদ ঐ চটিজোড়া যেন মধ্যবিত্তের পলায়নপর, আত্মসতর্ক, ভীরু শ্রেণীচরিত্রের প্রতিই সবেগে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ধিক্কার আর প্রতিবাদের নীরব প্রতীক হিসেবেইঙ্গ এক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর দ্বারাইঙ্গ

রামগ।। এস্টেটের এই 'রাজাবাহাদুর' এবং গল্পের কথক ছাড়া, খুব স্বল্পক্ষণের জন্য কাহিনীর মধ্যে এলেও আরও দুটি চরিত্র এ গল্পের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে, যারা গল্পের এই তির্যক ব্যঞ্জনাময় রূপটিকে সুপ্রকট করে তুলেছেঙ্গ বাঘ এবং কীপারের ''বেওয়ারিশ'' শিশু — এ গল্পে এদের দুজনের ভূমিকা ক্ষণস্থায়ী বলে আপাতভাবে প্রতীত হলেও, বস্তুত তাদের গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীমঙ্গ সমাজ-মনোবিজ্ঞানীরা তো ঐ হিংস্র বাঘ এবং দরিদ্র শিশুকে দুটি বিশিষ্ট শ্রেণী প্রতীক হিসেবেই বিচার করবেনঙ্গ শ্রেণীবিভাজিত সমাজব্যবস্থায় চিরটাকালই নিচের তলার অসহায় মানুষেরা টোপ (অথবা, স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে শার্দুলতুল্য হিংস্র ওপরতলার প্রভুদের কাছেঙ্গ এ গল্পেও সেটাই প্রতীকায়িত হয়েছে বাঘ এবং কীপারের শিশুর মাধ্যমেঙ্গ

'টোপ' গল্পে নারায়ণ গ।োপাধ্যায় চিত্রকল্প রচনার এমন এক কবিতাসুলভ ভাষাশৈলী ব্যবহার করেছেন, যা কথাসাহিত্যে খুব সহজপ্রাপ্য নয়ঙ্গ অথচ এর ফলে এর ঋজু গদ্যধর্ম একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নিঙ্গ বরঞ্চ, গল্পের উদ্দিষ্ট বক্তব্যটি এর ফলে যথেষ্ট ভাবগর্ভ ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয় অনেক সময়েইঙ্গ এরই পাশাপাশি আবার ব্য।-নিপুণ একটি বাগ্‌রীতিও প্রথম ও শেষ দিকে কাহিনীর আস্বাদে বৈচিত্র্য এনেছেঙ্গ

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

প্রথমে বরং এর কাব্যধর্মী স্টাইলটিকেই বিশ্লেষণ করা যেতে পারেঙ্গ বেশ কয়েকবার এই বিশেষ শৈলীটি এমনকিছু চিত্রকল্প রচনার সহায়তা করেছে, যা কাহিনীর পরিণতিকে ব্যঞ্জিত করে তুলেছে অলক্ষ্যেইঙ্গ যেমন ঃ

''রাত তখন ক'টা ঠিক জানি নাঙ্গ আরণ্যক পরিবেশ নির্জনতার অভিভূতঙ্গ বাইরে শুধু তীব্রকণ্ঠ ঝিঁঝির ডাকঙ্গ

আমার গায়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা হাত পড়েছে কারঙ্গ সে হাতের স্পর্শে পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে গেল আমারঙ্গ রাজাবাহাদুর বললেন — সময় হয়েছে চলুনঙ্গ .... এই গভীর রাত্রে এমন নিঃশব্দ আহ্বান — সবটা মিলিয়ে একটা রোমাঞ্চকর উপন্যাসের পটভূমি তৈরী হয়েছে যেনঙ্গ কেমন একটা অস্বস্তি, একটা অনিশ্চিত ভয়ে গা ছমছম করতে লাগল আমারঙ্গ..... হান্টিং বাংলোটা অন্ধকারঙ্গ একটা মৃত্যুর শীতলতা ঢেকে রেখেছে তাকেঙ্গ একটানা ঝিঁঝির ডাক — চারিদিকে অরণ্যে কান্নার শব্দের মতো পত্রমর্মরঙ্গ গভীর রাত্রিতে জ।লের মধ্যে মোটর থামিয়ে বসে থাকতে আমার ভয় করছিল, আজও ভয় করছেঙ্গ কিন্তু এ ভয়ের চেহারা আলাদা — এর মধ্যে আর একটা কী যেন মিশে ঠিক বুঝতে পারছি না, অথচ পাও সরতে চাইছে না আমারঙ্গ মুখের ওপরে একটা টর্চের আলো, রাজাবাহাদুরের হাতের স্পর্শটা বরফের মতো ঠাণ্ডা, ঠোঁটে আঙুল দিয়ে নীরবতার সেই দুর্বোধ্য কুটিল সংকেতঙ্গ''

এই দীর্ঘ কাব্যধর্মী গদ্যভাষার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে নারায়ণ গ।োপাধ্যায় কুশলী শিল্পীর দক্ষতায় স্তব্ধ ভয়াল, শীতল, অন্ধকার এক মৃত্যুর প্রতিভাস তৈরী করেছেনঙ্গ একটা ভয়ার্ত অস্বস্তি, ইংরেজি করে বললে যাকে বলা যায় ''eerie uncanny সৃষ্টি হয়েছে এই বর্ণনার অন্তর্বিলীন উপজীব্য রূপেঙ্গ মৃত্যুর এই চিত্রকল্পটি কাহিনীর শেষ পরিণামকে পূর্বসংকেতে ব্যঞ্জিত করে দিয়েছে পাঠকের কাছেঙ্গ যে ভয়াল পরিণতি সমাসন্ন, তার প্রত্যক্ষ কোনো লক্ষণ নির্দেশ না-করেও শুধুমাত্র এই চিত্রকল্প নির্মিতির মাধ্যমেই তাকে পূর্বসূচিত করে দিয়েছেন নারায়ণবাবুঙ্গ

এর অল্প পরেই আবার অন্য ধরনের ভাবব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ কাব্যিক ভাষায় কাহিনীর উদ্বর্তন ঃ

''আবার সেই স্তব্ধতার প্রতীক্ষাঙ্গ মুহূর্ত কাটছে, মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছেঙ্গ.....দিগন্তপ্রসারী হিংস্র অরণ্য ভাঙা-ভাঙা জ্যোৎস্নায় দেখাচ্ছে তর।িত একটা সমুদ্রের মতোঙ্গ নিচের নদীটা ঝকঝক করছে, যেন খাপখোলা তলোয়ারঙ্গ ..... মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কারছেঙ্গ ..... কান পেতে শুনছি ঝিঁঝির ডাক, দূরে হাতীর গর্জন, শালপাতার মর্মরঙ্গ.... মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে ..... ক্রমশ যেন সম্মোহিত হয়ে গেলাম, ক্রমশ যেন ঘুম এল আমারঙ্গ''

গল্প কথকের এই ''আচ্ছন্নতা', যেন 'হিপনোটাইজড' হবার মতন একটা অবস্থা সৃষ্টি করেছেন নারায়ণবাবু খুব সচেতনভাবেই, কেননা এরপরেই বিস্ফোরণ ঘটেছে গুলির, তার আচমকা আওয়াজে খানখান হয়ে গেছে সমস্ত আচ্ছন্নতা, সব স্তব্ধতাঙ্গ আর সেটাই অভীপ্সিত এই কাহিনীর অমন আচম্বিত পরিণাম সূচিত করবার জন্যঙ্গ অমল ভয়াল পরিণাম চিত্রিত করার প্রয়োজনেঙ্গ

এই শৈলীদক্ষতা নারায়ণবাবুর সহজাতঙ্গ আধুনিক বাঙালি কথাশিল্পীদের মধ্যে এজন্যেই তিনি অন্যদের থেকে পৃথকঙ্গ কাহিনীর রূপমণ্ডলের জন্যই শুধু ভাষার কারুবিন্যাস যে নয়, এমনই একটা উপলব্ধি তাঁর ছিল বলেই এভাবে ভাষাকে কাহিনীর ভাব-পরিণামের স।ে তিনি সমন্বিত করতে পেয়েছেনঙ্গ

এই গল্পের একটি মুখ্য প্রবণতা হল মধ্যবিত্তের সদা সতর্ক-আত্মরক্ষার মানসিকতার জন্য অসহায়

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

আত্মগ্লানি এবং আত্মধিক্কারঙ্গ এই ভাবটির সে। এর বিদ্রুপ-বঙ্কিম ভাষাশৈলীটিও খুব সুন্দরভাবে মানিয়ে গেছেঙ্গ দুয়েকটি উদাহরণ এখানে বিবেচনা করাই যেতে পারে; যেমন ঃ

ক) ''নিছক কবিতা মেলাবার জন্য যে বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছিলাম, এখন সেগুলোকেই মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিঙ্গ''

খ) ''ব্রাকেটে ধোপদুরস্ত ফরাসডাঙার ধুতি, সিল্‌কের লুি, আদ্দির পাজামাঙ্গ দামের দিক থেকে পাজামাটাই সস্তা মনে হল, তাই পরে নিলামঙ্গ''

গ) ''আটমাস আগেকার সে রাত্রি এখন স্বপ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু এই চটিজোড়া অতি মনোরম বাস্তবঙ্গ পায়ে দিয়ে একবার হেঁটে দেখলাম, যেমন নরম, তেমনি আরামঙ্গ''

ঘ) ''শ্রদ্ধায় আর বিনয়ে আমার মাথা নিচু হয়ে গেলঙ্গ মুখে কথা জোগাল না, শুধু বেকুবের মতো কৃতার্থের হাসি হাসলাম একগালঙ্গ''

ঙ) ''আমার সৌভাগ্য ওদের ঈর্ষা তা, আমি পরোয়া করি নাঙ্গ নৌকো বাঁধতে হলে বড় গাছ দেখেই বাঁধা ভালোঙ্গ অন্তত ছোট-খাটো ঝড়-ঝাপটার আঘাতে সম্পূর্ণ নিরাপদঙ্গ''

এই ব্য।নৈপুণ্য গল্পটির শিল্পরূপ একটা বিশেষ মাত্রা নির্দেশ করেছে সন্দেহ নেইঙ্গ এই বাচনভী — আত্মকথনের শৈলীতে যা বিবৃত, এর মাধ্যমেই কিন্তু গল্পের কথকের ব্যক্তিচরিত্র এবং শ্রেণীচরিত্র — দুটিই সুচিহ্নিত হয়ে উঠেছেঙ্গ

ফলত, একদিকে ভাষার মাধ্যমে লিরিক কবিতার মতো ছবি গড়ে ওঠা, আর অন্যদিকে তীক্ষ্ম ব্য।বঙ্কিম বাগভীর দ্বারা প্রতিনিয়ত; অত্যন্ত গদ্যময় রূঢ় বাস্তবতার কঠিন জমির ওপরে নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করা এই দুই আপাত বিপ্রতীপতার দ্বান্দ্বিক অভিব্যক্তিতে এই গল্পের স্টাইল বা ভাষাশৈলী প্রকাশমান হয়েছেঙ্গ

৮৪৮

সমস্ত আলোচনার পরিশেষে এই কাহিনীর নাম-পরিচিতির বিষয়েও কিছু বলা বাঞ্ছনীয়ঙ্গ একটি জীবন্ত মানবশিশুর টোপ ফেলে বাঘ শিকার করা হলো — শুধুমাত্র এই কারণেই এ গল্পের এমন নামকরণ যে, তা নয়ঙ্গ গূঢ়তর কিছু একটা তাৎপর্যও নিহিত আছে এই নাম দেওয়ার মধ্যেঙ্গ শুধু যে হিংস্র অরণ্যশার্দুলকে মানব-শিশু টোপ ফেলে শিকার করার ব্যাপারেই এই রাজাবাহাদুরটি পরম পারদর্শী, তা নয়; মধ্যবিত্ত এক বুদ্ধিজীবীকেও 'বন্ধুত্বের' টোপ ফেলে শকার করতে আগ্রহ আছে তাঁর — নিজের মদগর্বী অহংবোধকে তৃপ্ত করার জন্য মোসাহেব 'শিকার' করারও প্রয়োজন আছে এন. আর. চৌধুরী, রাজা অব রামগ।। এস্টেট নামক এই দানবিক মানুষটিরঙ্গ কখনো সোনার হাতঘড়ি, কখনো চায়ের নেমন্তন্ন, কখনো বা বাঘ শিকারের সী হবার 'সাদর' আমন্ত্রণ এবং আপ্যায়নে বুঁদ করে রাখার উদ্যম — এ সবও এক ধরনের টোপ যাতে করে নিজের বৈভব এবং প্রতিপত্তি দেখানো এবং একজন শিক্ষিত, মার্জিতবুদ্ধি ভদ্রলোকের আনুগত্য 'শিকার' করে তৃপ্তি লাভ করা যায়ঙ্গ মেগালোম্যানিয়া নামে মনোবিশ্লেষকরা একটি ব্যাধির কথা বলেন, যার লক্ষণ হচ্ছে নিজের অহম্মন্যতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে, সেটাকে চরিতার্থ করার জন্য যে কোনো কাজ করতে দ্বিধা না করাঙ্গ সে কাজ গর্হিত, অনুচিত, নীতিবিরুদ্ধ, অমানবিক, ঘৃণ্য, হাস্যকর, লজ্জাকর — যাই কিছু হোক না কেনঙ্গ রামগ।। এস্টেটের এই মালিকটিও উচ্চস্ত একজন মেগালোম্যানিয়াক — তাঁর 'ইগো' বা অহংবোধকে তৃপ্ত করার জন্য তিনি যে কোনো 'টো' ফেলে যে কোনো 'শিকার' করতে (বা ধরতে) দ্বিধাহীনঙ্গ 'টোপ' নামের গূঢ়তম তা ৎপর্য এটাইঙ্গ

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

৬৭.৭ অনুশীলনী

□ বিস্তৃত আলোচনামূলক □

১) 'টোপ' গল্পের নামকরণ কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ বিচার করুনঙ্গ

২) 'টোপ' গল্পের মধ্যে লেখকের আর্থ-সামাজিক শ্রেণীচেতনা কতখানি সার্থক হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, দেখানঙ্গ

৩) 'টোপ' গল্পের কথকের মধ্যে মধ্যবিত্তের শ্রেণীচরিত্রলক্ষণ কতখানি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বলুনঙ্গ

৪) স্বৈরাচারী একজন অভিজাত ধনী হিসেবে এন. আর. চৌধুরীকে কতখানি সম্ভাব্য একটি বাস্তব চরিত্র হিসেবে গণ্য করতে পারেনঙ্গ

৫) ব্য।নৈপুণ্য এবং লিরিকধর্মিতা — নারায়ণ গ।োপাধ্যায়ের লেখার এই দুটি বৈশিষ্ট্য কীভাবে 'টোপ' গল্পের সমন্বিত হয়েছে, দেখানঙ্গ

৬) 'টোপ' গল্পের মুখ্য চরিত্র কে, বুঝিয়ে বলুনঙ্গ

□ সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক □

১) 'টোপ' গল্পের কথক রাজাবাহাদুর সম্পর্কে কী কী কাব্যিক বিশেষণ ব্যবহার করেছিলেন?

২) রামগ।। এস্টেটের অতিথিশালার স্নানঘরটি কতখানি সৌখিনতার সাক্ষ্য বহন করত?

৩) রাজাবাহাদুরের 'লাউঞ্জ' কীভাবে সাজানো ছিল?

৪) রাজাবাহাদুরের শিকার করার জন্য টোপটি কীভাবে কার্যকরী করা হয়েছিল?

৫) হান্টিং বাংলোর যাবার আগে গল্প কথকের কেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল?

৬) স্টেশন থেকে রামগ।। এস্টেটের 'রাজবাড়ি'-তে যাবার পথে গল্পকথক আরণ্যক পরিবেশটি কেমন দেখেছিলেন, আর কী ভেবেছিলেন?

□ নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক □

১) আকবর বাদশা কাকে ৪ লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন?

২) রাজাবাহাদুরের কী গাড়ি ছিল?

৩) চায়ের টেবিলে কতরকমের ফল ছিল?

৪) হান্টি বাংলোর পিছনের জ।ল সম্পর্কে রাজাবাহাদুরের মত কী?

৫) প্রাতরাশের পরিমাণের স।ে কিসের তুলনা করা হয়েছে?

৬) রাজাবাহাদুরের কাজে 'এনার্জি' লাভ করার মানে কী?

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

৭) মাতাল হয়ে রাজাবাহাদুর তাঁর অতিথিকে কী প্রশ্ন করেছিলেন?

৮) জ াের মধ্যে রাজাবাহাদুর কী শিকার করেছিলেন?

৯) হান্টিং বাংলোটা কত উঁচুতে ছিল?

১০) হান্টিং বাংলোর নিচের নদীটাকে কেমন দেখাচ্ছিল?

১১) কীপারের বাচ্চাদের দেখে গল্পকথকের কী মনে হয়েছিল?

১২) জ াল থেকে হায়না মেরে কখন ফেরা হয়েছিল?

৬৭.৮ উত্তরমালা

বিস্তৃত আলোচনামূলক

১) প্রাস িক আলোচনার চতুর্থ অংশের সাহায্যে উত্তর করুনঙ্গ

২) প্রাস িক আলোচনার দ্বিতীয় অংশ পড়ে উত্তর লিখুনঙ্গ

৩) প্রাস িক আলোচনার দ্বিতীয় অংশ পড়ে উত্তর লিখুনঙ্গ

৪) প্রাস িক আলোচনার প্রথম ও চতুর্থ অংশ ভাল করে পড়ে উত্তর দিনঙ্গ

৫) প্রাস িক আলোচনার তৃতীয় অংশের সাহায্যে উত্তর করুনঙ্গ

৬) আলোচনার প্রথম ও চতুর্থ অংশ অবলম্বনে উত্তর দিনঙ্গ

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক

১) গল্পকথক 'টোপ' গল্পে রাজাবাহাদুর সম্পর্কে যে কাব্যিক বিশেষণগুলি ব্যবহার করেছিলেন তার হোল ঃ

ক) 'ত্রিভুব প্রভাকর ওহে প্রভাকর' অর্থাৎ সূর্যের মত সমস্ত ত্রিভুবন তথা স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালকে আলোকদান করেনঙ্গ

খ) রাজশ্রেষ্ঠ (রাজাবাহাদুর) গুণবান ও মহীয়ান,

গ) রামচন্দ্রের মত তাঁর অতুলনীয় কীর্তি;

ঘ) শত্রুদমনে তিনি তুলনাহীনঙ্গ

২) রামগ া এস্টেটের অতিথি শালাটির স্নানঘরে সৌখিনতা রাজকীয় — কলকাতার গ্রান্ড হোটেলের মতঙ্গ এর ব্রাকেটে তিন-চারখানা সদ্য পাট-ভাঙা নতুন তোয়ালেঙ্গ তিনটে দামী সোপকেসে তিনরকমের সাবান, র‍্যাকে দামী তেল, লাইমজুস, অতিকায় বাথ টাব-এর ওপরে ঝাঁঝরি — নিচে টিউবওয়েল থেকে পাম্প করে ধারা স্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছেঙ্গ ব্রাকেটে ছিল ধোপদুরস্ত ফরাসডাঙার ধুতি, সিল্কের লু ি আর আদ্দির পাজামাঙ্গ

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof

৩) রাজা বাহাদুরের লাউঞ্জটি যেন রীতিমত একটা ন্যাচারাল মিউজিয়াম এবং অস্ত্রাগারঙ্গ নানা আকারের আগ্নেয়াস্ত্র — ছোট বড় নানা রকম গোটা চারেক রাইফেলঙ্গ খাপে আঁটা একজোড়া রিভলবারঙ্গ লম্বা নিষ্কলঙ্ক শেফিল্ডের তরোয়ালঙ্গ মোটা চামড়ার বেল্টে নানা অস্ত্রের পেতলের কার্তুজঙ্গ জড়িদার খাপে খানতিনেক নেপালি ভোজালিঙ্গ দেওয়ালে হরিণের মাথা; ভালুকের মুখ, বাঘের, সাপের গো-সাপের, হরিণের চামড়াঙ্গ টেবিলে অতিকায় হাতির মাথা দিয়ে সাজানঙ্গ

৪) দুজন বেয়ারা একটি কপিকলের চাকা ঘুরিয়ে সাদা পুঁটলির মতো একটা জিনিস কপিকলের দড়ির সে। বেঁধে দ্রুতবেগে নামিয়ে দিয়েছিলঙ্গ ভাঙা চাঁদ দেখা দিলে তাঁরা দেখলেন যেন জীবন্ত সাদা পুঁটলিটা অল্প অল্প নড়ছেঙ্গ পরিশেষে টর্চের আলোয় দেখা গেল ডোরাকাটা অতিকায় বাঘ পুঁটলিটার ওপর থাবা দিতেই, রাইফেলের গুলিতে মাটিতে আছড়ে পড়লঙ্গ

৫) আর একবার মূলপাঠ ভাল করে পড়ে উত্তর করুনঙ্গ

৬) আর একবার মূলপাঠ ভাল করে পড়ে উত্তর করুনঙ্গ

নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক

উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজনঙ্গ মূলপাঠ ভাল করে পড়লেই উত্তর করতে পারবেনঙ্গ একটি পূর্ণা। বাক্যরচনা করে উত্তর দেবেনঙ্গ

৬৭.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাঃ) — *নারায়ণ গে।াপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প ঙ্গ*

২) ড. বীরেন্দ্র দত্ত — *বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রস। ও প্রকরণঙ্গ*

৩) ড. সুবোধ সেনগুপ্ত (প্রধান সম্পাদক) — *সংসদ বাঙালি চরিত্রাভিধানঙ্গ*

৪) ড. শিপ্রা দে — *নারায়ণ গে।াপাধ্যায়ের ছোটগল্পঙ্গ*

M#2\D:\EBG-4\EBG-4 Pm6.5\1st proof